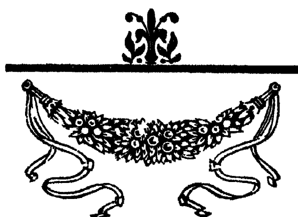
খেয়াল



শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

খেয়াল

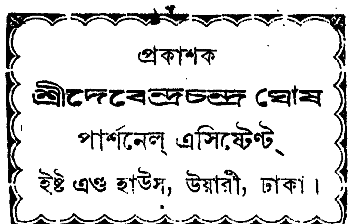


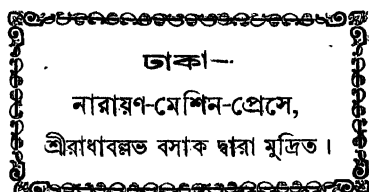
শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী
প্রণীত।

১ম সংস্করণ

১৩৩৫

মূল্য ৷৷৹ বারআনা


প্রকাশক
শ্রীদেবেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
পার্শনেল্ এসিষ্টেণ্ট্
ইষ্ট এণ্ড হাউস, উয়ারী, ঢাকা।


ঢাকা—
নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে,
শ্রীরাধাবল্লভ বসাক দ্বারা মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ ।

(পুরুষ)

বনমালী দাস ... রায় পাশার বিজন কুটীরের মালিক

অতুলানন্দ বসু ... ঐ বন্ধু

ধনঞ্জয় মাইতি ... অবিবাহিত প্রৌঢ় স্কুল শিক্ষক

মতি ... বনমালীর ভৃত্য

লাটু ... অতুলানন্দের ভৃত্য

(স্ত্রীলোক)

ব্রজসুন্দরী ...

সমুজ্জ্বলা ... ব্রজসুন্দরীর ভ্রাতুষ্পুত্রী, কলেজের ছাত্রী

কিঙ্কিণী ... বনমালীর অভিভাবকত্বে পালিতা

সরোজিনী ... কিঙ্কিণীর শিক্ষয়িত্রী

প্রথমাভিনয় রজনী।

ইষ্ট এণ্ড হাউস, উয়ারী, ঢাকা

৯ই পৌষ, ১৩৩৪ সন।

প্রথমাভিনয় রজনীর অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ।

বনমালী দাস	...	...	শ্রীমতী রাণীসুন্দরী (বর্দ্ধমান)
অতুলানন্দ বসু	...	...	” শরৎকুমারী (ভুবী)
ধনঞ্জয় মাইতি	...	...	” সুরবালা
মতি	...	...	শ্রীনিত্যানন্দ দাস
লাটু	...	...	শ্রীমতী মৃণালিনী (ফেলী)
ব্রজসুন্দরী	...	...	” গিরিবালা
সমুজ্জ্বলা	...	...	” মলিনাবালা
কিঙ্কিণী	...	...	” প্রফুল্লকুমারী (ভুতী)
সরোজিনী	...	...	” রাজলক্ষ্মী

খেয়াল

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কলিকাতায় মীর্জ্জাপুরের মোড়ে অতুলানন্দের বাড়ী—নানারকম গৃহসজ্জায় সজ্জিত। টেবিলে সকলের চা, বিস্কুট ইত্যাদি, একটি প্লেটে কয়েকটি ছানাবড়া। ভৃত্য লাটু সব ঠিক করিতেছে। ভিতরে গানের সঙ্গে হারমোনিয়ম বাজিতেছে শোনা গেল।)

(অতুলের গান।)

আমি কারে যেন চাই
পাইনা যে!
মানসী প্রতিমা শুধুই রচিনু,
ধরা নাহি দিল সে!
কাহার অভাব জাগে
হৃদয়ে,
বিফল জীবন কাহার
লাগিয়ে!

পাগল মন খোঁজে
চারিদিকে,
হতাশে নিরাশে কহে—
এ নহে, এ নহে !

(কিছু পরে হারমোনিয়ম থামিল এবং অতুল প্রবেশ করিল)

অতুল। কি গাইছিলুম শুন্‌ছিলি, লাটু ?

লাটু। জানালা দিয়ে আড়িপেতে শোনাটা কি ভদ্রতা হ'তো, বাবু ?

অতুল। তা' ঠিক হ'তো না বটে, তবে তোর সম্বন্ধে অন্য কথা। তুই আর আমার অন্য চাকর কি সমান ? হাঁ—মাসীমার ছানাবড়া ঠিক তৈরী হয়েছে তো ? মাসীমাতো আস্‌ছেন।

লাটু। (প্লেট্ অগ্রসর করিয়া দিয়া) এই তো।

অতুল। (একটা ছানাবড়া লইয়া অদূরে সোফায় বসিয়া) হাঁ, ভালো কথা, লাটু ; সেইদিন যে বনানী বাবু আর রমেশ বাবু এখানে খেলেন, সেদিন দেখ্‌লুম আট্‌টা সোডা খরচ হয়েছে।

লাটু। হাঁ বাবু, আট্‌টা সোডা আর দু'টা লেমনেড্।

অতুল। লেমনেড্ তো আমরা খেলুমই না—তবু লেমনেড্ গেল ? মেয়েছেলে নেই, আইবুড়োর বাড়ী—তুই-ই তো সব দেখে শুনে রাখ্‌বি !

লাটু। তা কি জানেন বাবু—আমার মুখের তো বাঁধ নেই

জানেনই—যারা বেশী পেট বোঝাই করে, পেট খালি করবার জন্যে তাদেরই সোডার বেশী দরকার হয়—চাকর বাকরদের খালি পেট ভরবার জন্যে কি দু'একটা মিঠাপানিও মঞ্জুর হবে না ?

অতুল। পাজি, তুই কি বল্‌তে চাস্‌ যে তুই পেট ভ'রে খেতেও পাস্‌না ?

লাটু। না, না, বাবু, তা কেন—তবে যেটুকু ফাঁক থাকে তার চতুর্গুণ ভ'রে নেব এখন, এই গিন্নীমা একবার এসে নিন্‌।

অতুল। তার দেরী আছে। এখন যা তুই। (লাটু নিষ্ক্রান্ত) গিন্নী ঘরে আসার যে কি পর্য্যন্ত দেরী তাই ভাব্‌ছি। দেরীটাকে হ্রস্ব করার দিকে তো নিজের কোনো তাড়া দেখ্‌ছি না।

(লাটুর প্রবেশ।)

লাটু। বনানী বাবু এসেছেন।

(বনমালীর প্রবেশ—লাটু নিষ্ক্রান্ত।)

অতুল। (হাসি তামাসাচ্ছলে গাইল)

আরে এস হে বনানী !

বহুদিন আহা তোমায় দেখিনি !

* * *

বন। আঃ! চুপ কর অতুল, কি আরম্ভ করেছ—তোমার আর ছেলেমান্‌সি গেল না!

অতুল। আরে শোন, শোন, গানটা গেয়েই নেই।

বন। গাও, গাও, তোমার ইচ্ছে হয়েছে গাও।

(অতুলের আবার গান)

সহরে এলে কার তরে,
সেটা জান্‌তে ইচ্ছা করে।

*   *   *

বন। না, এ আর বরদাস্ত হয় না; ঢের হয়েছে, চুপ কর; (অতুল চুপ করিল) ওরকম দু'চারটে চোরা ছেড়া গান যে আমরাও না জানি তা মনে করো না!

অতুল। তাই নাকি, সত্যি নাকি—তাহ'লে দয়া ক'রে আমার কাণে একটু মধু বর্ষণ কর না!

বন। আচ্ছা, শুন্‌তে চাও শোন—আমি পিছপাও দেবার ছেলে নই।

(বনমালীর গান।)

আমি ভালবেসে তাকে
ভালবাসাব।
আমি নিজে কেঁদে কেঁদে
তাকে কাঁদাব।

*   *   *

অতুল। (কিছুক্ষণ গাইতেই) আঃ, চুপ্ কর, চুপ্ কর; এই গানের তুমি আবার এত জাঁক কচ্ছিলে, ছোঃ—যাক্ সে কথা; তারপরে, কেমন আছ হে বনানী? সহরে কি করতে এলে? (ছানাবড়া খাইতে প্রবৃত্ত)

বন। আমোদ, আমোদ! তা ছাড়া আর কি জন্যে সহরে আসে লোক? খাওয়াটা বরাবরকার মতই দেখ্‌ছি চল্‌ছে তোমার, অতুল!

অতুল। (গম্ভীরভাবে) আহারটা দস্তুর মত না হ'লে যে ভগবানের জীব-জগতটার অস্তিত্বই লোপ হ'য়ে যায়—সেটা কি একবার ভাব? গেল বেস্পাতিবার থেকে তুমি কোথায় ছিলে?

বন। ওঃ! গ্রামে।

অতুল। সেখানে কি কর তাই ভাবি।

বন। সহরে এসে লোক নিজকে আমোদে রাখে, গ্রামে থাক্‌লে অপরকে আমোদে রাখে, অবিশ্যি কাজটা বড় ক্লান্তিজনক।

অতুল। সেই অপরটি কে যাকে আমোদে রাখ তুমি?

বন। এই প্রতিবেশী, প্রতিবেশী!

অতুল। তোমাদের নারাণপুরে খুব সুন্দর সুন্দর প্রতিবেশী আছে বুঝি?

বন। ভয়ঙ্কর সুন্দর! তাদের সঙ্গে কখ্‌খনো আলাপ করতে যেও না।

অতুল। কি আমোদটাই না জানি দাও তাদেরে তুমি।— (টেবিলের কাছে গিয়া একটি ছানাবড়া লইয়া) হাঁ, ভালো কথা, নারাণপুরেই তোমাদের বাড়ী তো ?

বন। এ্যাঁ ? নারাণপুর ? হাঁ, অবিশ্যি।

অতুল। **(কমিক গান)**

আহা, কার তরে নারাণপুরে
প'ড়ে আছ এম্‌নি ক'রে—
সেকি একটা গুব্‌রে পোকা—
নাকি একটা ঘুর্‌ ঘুরে !

বন। আঃ, আবার আরম্ভ হ'লো বুঝি ; চুপকর, শোন— (উঠিয়া নিকটে গিয়া) হাঁ, এসব কি ? ছানাবড়া কেন ? কারু আস্‌বার কথা আছে নাকি ?

অতুল। আর কেউ নয়—মাসী-মা আর সমুজ্জ্বলা।

বন। চমৎকার !

অতুল। হাঁ, চমৎকারই বটে—কিন্তু মনে হচ্ছে মাসীমা এখানে তোমার উপস্থিতিটার অনুমোদন করবেন না।

বন। কেন, জিজ্ঞেস করতে পারি কি ?

অতুল। যে ভাবে তুমি সমুজ্জ্বলার সঙ্গে ইয়ার্কি চালাও, তা নেহাৎ লজ্জাস্কর ! আর সমুজ্জ্বলাও যে ভাবে তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি চালায় সেটাও কম লজ্জাস্কর নয় !

বন। আমি সমুজ্জ্বলাকে ভালোবাসি। বিয়েয় প্রস্তাবের জন্যেই বিশেষ ক'রে এবার সহরে আসা।

অতুল। আমোদের জন্যে এসেছ ভেবেছিলুম। কিন্তু দেখ্ছি এটা তো business বৈ আর কিছু নয়।

বন। তুমি ভারি পদ্যময়!

অতুল। বিয়ের প্রস্তাবের মধ্যে যে পদ্যটা কোন্ জায়গায় তা তো দেখ্তে পাচ্ছি না—আর বিয়েতেও পদ্য তো শুধু কদর্য্য ছাপানো কতকগুলো প্রীতি-উপহারের মধ্যেই। প্রস্তাব করতে গেলে কি কাব্য সব উড়ে গেল, প্রেমের আরজি পেশ করলে, হয়ত তা মঞ্জুর হ'য়ে গেল—তারপর তো সব স্থির নিশ্চিত, সেই মান্ধাতার আমল থেকে যা চ'লে আস্ছে—তাই চল্লো—তার মধ্যে কাব্য বল, উত্তেজনা বল, আর কিছু মাত্র রইলো না। সেইজন্যেই অনেকে বিয়েটাকে—"burial of all romance" ব'লে থাকেন—(বনমালী যেন একটা ছানাবড়া নিবার চেষ্টা করিল ; অতুল তাড়াতাড়ি প্লেট লইয়া জানুর উপর রাখিল) না, না, এ ছানাবড়া ছুঁয়োনা। বিশেষ ক'রে মাসীমার জন্যে করা হয়েছে। (একটা লইয়া নিজে খাইল)

বন। তুমি তো নিজে বেশ ওড়াচ্ছ!

অতুল। সে আলাদা কথা। উনি তো আমারই মাসীমা—(একটা রুটির প্লেট অগ্রসর করিয়া দিয়া) বরং কিছু রুটি

নিতে পার। রুটি মাখন সমুজ্জ্বলার জন্যেই রাখা হয়েছে। রুটি মাখনের বড় ভক্ত সে।

বন। (রুটি মাখন নিজের দিকে টানিয়া লইয়া) আর এ বেশ রুটি মাখন।

অতুল। হাঁ—তবে যেন সবটাই খেয়ে ফেল্‌বে এমন ক'রে খেতে আরম্ভ ক'রোনা। তোমার আচরণে বোঝা যাচ্ছে যেন তার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'য়ে গেছে। কিন্তু তা তো হয়নি, আর হবেও যে তাও তো আমার মনে হয় না!

বন। কেন ?

অতুল। প্রথমতঃ, মেয়েরা যার সঙ্গে প্রেম করে তার সঙ্গে প্রায়শঃ বিয়েটা ঘ'টে উঠে না! হয় মেয়েরা, না হয় তাদের অভিভাবকেরা সেটা শেষে ঠিক স্বরুচি সঙ্গত ব'লে মনে করেন না বোধ হয়।

বন। ওঃ! বাজে কথা!

অতুল। তা নয়। খাঁটি সত্য কথা। এবং তা সত্য ব'লেই উপযুক্ত বয়সের এত আইবুড়ো মেয়ে সহরে দেখ্‌তে পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ, আমার মত নেই।

বন। তোমার মত!

অতুল। আরে, সমুজ্জ্বলা আমার মাসীমার ভাইঝি তো;— আমার মত না হ'লে চল্‌বে কেন? আর বিয়ের মত দেবার আগে তোমার কিঙ্কিণী সম্বন্ধে সব কথা

পরিষ্কাররূপে জান্‌তে হবে। (উঠিয়া অগ্রসর হইয়া কা'কে ডাকিল) ওরে কে আছিস্‌রে—এদিকে আয়তো !

বন। কিঙ্কিণী ! (নড়িয়া) কি বল্‌ছ তুমি ? কিঙ্কিণীর কথা আবার কি ? কিঙ্কিণী ব'লে কাউকে তো আমি জানি না।

(লাটুর প্রবেশ)

অতুল। লাটু, বনানী বাবু সে দিন যে সিগারেটের বাক্সটা এখানে ফেলে গেছিলেন, সেটা আন্‌তো।

লাটু। যাই আজ্ঞে।

(নিষ্ক্রান্ত)

বন। এতদিন কি সিগারেটের বাক্সটা এখানেই প'ড়ে ছিল ? তুমি আমাকে জানাওনি কেন ? আমি কত জায়গায় চিঠি দিয়েছি—পুরস্কার ঘোষণা করব ভেবেছিলুম।

অতুল। সেটা এখন আমাকে দিলেই হয়—আমার বড় টানা-টানি এখন।

বন। যাক্, এখন যখন পাওয়া গেছে তখন আর পুরস্কার ঘোষণা কেন।

(লাটু সিগার কেইস্ লইয়া আসিল ; অতুল লইল—লাটু নিষ্ক্রান্ত)

অতুল। এ তোমার ছোটলোকামি—ঘোষণার পুরস্কারটা

আমাকে দিয়ে দিলেই হয়! (কেইস্ খুলিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল) যাক্—এতে কিছু এসে যায় না—কারণ এখন ভিতরের খোদা নাম দেখে জান্‌লুম যে জিনিষটা আদতে তোমারই নয়।

বন। নিশ্চয় এটা আমার। বহু দিন থেকেই এটা আমারই দেখে আস্‌ছ; এর ভেতরে কি লেখা আছে তা দেখ্‌বার তোমার কোনো অধিকার নেই। অপরের গোপনীয় সিগার কেইসের লেখা পড়া ভারি অভদ্রতা।

অতুল। কিন্তু এতো তোমার নয়। কিঙ্কিণী নামে কারু কাছ থেকে এটা উপহার—তা কিঙ্কিণী ব'লে কাউকে তুমি জানো না সে তো বলেছই।

বন। বেশ, তুমি যদি জান্‌তে চাওতো বলি—কিঙ্কিণী আমার এক খুড়ী।

অতুল। তোমার খুড়ী—বুড়ী থুথ্‌খুড়ী?

বন। হাঁ, বেশ চমৎকার একটি বৃদ্ধা। বিষ্টুপুরে থাকেন। (তার কাছে গিয়া) দাও আমাকে অতুল। (লইতে চেষ্টা)

অতুল। (দূরে সোফার পিছনে সরিয়া গিয়া) কিন্তু "তোমার ছোট্ট কিঙ্কিণীর ভালবাসার চিহ্ন" লেখা যে! ছোট্ট কিঙ্কিণী কেন?

বন। (কাছে গিয়া সোফার নিকট হাঁটু গাড়িয়া) তা ভাই,

এতে আর কি হয়েছে ? কোনো কোনো খুড়ী লম্বা হন, কেউ হন্ বেটে। সেটা তাঁদের খুসি। তুমি কি মনে কর যে সব মাসী খুড়ীরাই তোমার মাসীর মত হওয়া উচিত ? (ছোঁ মারিয়া লইতে চেষ্টা) সে তোমার ভারি অন্যায় ! তোমার পায়ে পড়্ছি—কেইস্‌টা দিয়ে দাও। (সোফার উপর ঝুঁকিল)

অতুল। আচ্ছা, তোমার খুড়ী তোমাকে 'কাকা' লিখ্‌ছে কেন ? "কাকা বনমালীকে" (বনমালীর সোফা ঘুরিয়া অতুলের নিকট আসিবার চেষ্টা—অতুলের সরিয়া যাওয়া) অবিশ্যি কোনো খুড়ীর বেটে হ'তে আমি কোনো আপত্তি করিনা—কিন্তু তাঁর আকৃতিটা যেমনই হোক না কেন, তাঁর ভাসুরপোকে তিনি কাকা ডাক্‌তে যাবেন কেন—আর তোমার নাম তো বনমালী নয়—বনানী।

বন। বনানী নয়, বনমালী। (নড়িল)

অতুল। (সোফার চারদিকে ঘুরিয়া) তুমি তো বরাবর বনানী ব'লেই তোমার পরিচয় দিয়ে এসেছ। আমিও তোমার সেই পরিচয়ই সকলকে দিয়েছি। বনানী ব'লে ডাক্‌লে তুমি কথার উত্তরও দিয়ে এসেছ। তোমার চেহারাতেও তাই বোঝা যাচ্ছে। এমন বন্য চেহারা জীবনে আমি আর কারু দেখিনি ; এই নামে তোমার চিঠির কাগজ পর্য্যন্ত ছাপা রয়েছে—এই তো একটা এখানেই আছে। (টেবিলের ড্রয়ার

হইতে বাহির করিল) "শ্রীবনানী ভূষণ দাস—২৩নং বেচু চাটার্জ্জির ষ্ট্রীট্।" তুমি যদি কখনো আমার কাছে, কি সমুজ্জ্বলার কাছে কিম্বা আর কারু কাছে তোমার বনানী নাম অস্বীকার কর, তখন তোমার মুখ বন্ধ করবার জন্যে এই প্রমাণ আমি রেখে দিলুম। (ড্রয়ারে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিল)

বন। বেশ; সহরে আমার নাম বনানী, আর গ্রামে বনমালী—হ'লো তো? আর গ্রামেই সিগারকেস্ আমাকে উপহার দেওয়া হয়েছে।

অতুল। কিন্তু তোমার বিষ্টুপুরের ছোট খুড়ী যে তোমাকে কাকা সম্বোধন করলে, তার কারণটা কিছুই পাওয়া গেলনা। (বনমালী বসিল—অতুল কেইস্ বাহির করিয়া পিছনদিকে রাখিল) বিষয়টা সব বলতো খু'লে। আমি বরাবর সন্দেহ ক'রে আস্ছি তুমি একটি আসল 'রমাপদী'—সে সন্দেহ আমার এখন বদ্ধমূল হ'লো।

বন। রমাপদী! সে আবার কা'কে বলে?

অতুল। যে মুহূর্ত্তে তুমি গ্রামে বনমালী এবং সহরে বনানী কেন, আমাকে এই মূল্যবান হিয়ালীটির অর্থ ভেঙ্গে বল্বে, সেই মুহূর্ত্তে আমিও তোমাকে এই চমৎকার কথাটির অর্থ বল্ব। (কাছে গেল)

বন। বেশ, আগে সিগার কেইসটি দাও।

অতুল। এই নাও। (দিল)—এখন বল।

বন। বুড়ো গঙ্গাধর সিংহ আমাকে শিশুকাল থেকেই পেলেছিলেন, তাঁর উইলে আমাকে তিনি তাঁর নাত্নী কিঙ্কিণীর অভিভাবক ক'রে যান। কিঙ্কিণী আমাকে কাকা ব'লেই ডাকে, আমাদের গ্রামের বাড়ীতেই সে থাকে—সরোজিনী নামে তার একটি শিক্ষয়িত্রীও আছে সেখানে।

অতুল। (উঠিয়া নিকটে আসিয়া) হাঁ, ভালো কথা, তোমাদের সেই গ্রামটি না কোথায় ?

বন। তাতে তোমার দরকার কি ? তোমার সেখানে কখনো নিমন্ত্রণ হবে না জেনে রেখো। জায়গাটি ঠিক নারাণপুর নয়, তাও তোমাকে জানাতে পারি।

অতুল। আমিও সেই সন্দেহ করেছিলুম। কারণ নারাণপুরে আমিও বহুবার রমাপদগিরি চালিয়েছি। হাঁ, সহরে বনানী আর গ্রামে বনমালী কেন ? (ফিরিয়া বসিল)

বন। অতুল, অভিভাবক হ'তে গেলে সব সময়ই একটু উঁচু নৈতিক আদর্শ রেখে চল্‌তে হয়। এই তার কর্ত্তব্য। কিন্তু সহরে উঁচু আদর্শ রেখে চলা আর মনের আমোদ স্ফূর্ত্তি সব নষ্ট ক'রে দেওয়া একই কথা, তাতো জানো, কাজেই বনানী নামে সহরে আমার একটি ছোট ভাই আছে, ২৩নং বেচুচাটার্জ্জির ষ্ট্রীটে থাকে এবং মাঝে মাঝে নানারকম মুস্কিল

বাঁধিয়ে তুলে—এই মিথ্যাটা বরাবর চালিয়ে আস্‌তে হয়েছে। কেমন, এখন শুন্‌লে তো ?

অতুল। শুন্‌লুম। তুমিও দেখ্‌ছি রমাপদীতে একটু অতিরিক্ত অগ্রসর হ'য়েই গেছ।

বন। কি বল্‌ছ তুমি ?

অতুল। হাঁ, এই যখন ইচ্ছা তখনই যেন সহরে আস্‌তে পার, বদ্‌নাম রট্‌লে অন্যের স্কন্ধে চাপাতে পার, এই উদ্দেশ্যে বনানী নামে এমন একটি ছোট ভাইয়ের স্থষ্টি তুমি ক'রে নিয়েছ। আর আমিও যখন খুসি গ্রামে যেতে পারি সেই জন্যে রমাপদ নামে একটি চির রোগীর স্থষ্টি ক'রে নিয়েছি। রমাপদটি অমূল্য। এই রমাপদেরই একটু অতিরিক্ত অসুখ করাতেই তো আজ রয়েল হোটেলে তোমার সঙ্গে বেশ এক পেট মারা যাবে—নইলে এক সপ্তাহ আগেই যে মাসীমার সঙ্গে আজ রাত্রে খাব কথা দিয়েছিলুম।

বন। আমার সঙ্গে আজ রাত্রে খেতে তো তোমাকে বালনি !

অতুল। তা জানি। তুমি নেমন্তন্ন করা সম্বন্ধে নেহাৎ অবিবেচক লোক। এ তোমার ভারি অন্যায়। নেমন্তন্ন না পেলে মানুষ কেমন বিরক্ত হয়, তা তুমি বোধহয় জান না।

বন। তুমি তোমার মাসীমার সঙ্গেই বরং খেও।

অতুল। সে অভিপ্রায় আমার আদৌ নেই। সোমবারে তো একবার খাওয়া গেছে—সপ্তাহে একবারের বেশী আত্মীয় বাড়ীতে খেতে নেই। তাতে সমাদর থাকে না! যাক্, এখন যখন জান্‌লুম যে তুমিও একটি রমাপদী, তখন রমাপদগিরি সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কথা বার্ত্তা চালাতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে—ইচ্ছে কচ্ছে এর আইন কানুন তোমাকে সব শিখিয়ে দিই।

বন। আমি মোটেই রমাপদী নই। সমুজ্জ্বলা যদি আমার প্রস্তাব গ্রহণ করে, তাহ'লে আমার ভাইকে মেরেই ফেল্‌তে চাই; বাস্তবিক, যাই হোক্ না কেন, তাকে আমি মারবই। কিঙ্কিণীও তার সম্বন্ধে অতিরিক্ত **interest** নেয় বুঝ্‌তে পারছি। সেটাও আমি বড় পচ্ছন্দ করিনা! কাজেই বনানীকে এবার ছাড়্‌তে হচ্ছে। আর তোমাকেও উপদেশ দিচ্ছি—তুমিও—কি নাম তার—সেই অসুস্থ বন্ধুটি সম্বন্ধে সেই পথই অবলম্বন কর।

অতুল। রমাপদকে আমি কিছুতেই ছাড়্‌তে পারব না। (বাহিরে শব্দ, সেদিকে গিয়া) ঐ মাসীমা এসেছেন। (বনমালীর নিকট ফিরিয়া) দেখ, মিনিট দশেকের জন্যে মাসীমাকে অন্যত্র নিয়ে যাবো এখন, তখন সমুজ্জ্বলার কাছে প্রস্তাবটা পেড়ে ফেল্‌বার সুযোগ পাবে—তা'হলে কি রয়েল হোটেলে তোমার সঙ্গে খেতে পারব?

বন। তাহ'লে পারতে পার।

অতুল। হাঁ, মনে থাকে যেন—এ বিষয়ে খাম্‌খেয়ালি করলে চল্‌বে না—খাওয়ার ব্যাপারে খাম্‌খেয়ালিটা আমি মোটেই পছন্দ করি না ; এতে চরিত্রের অগভীরতাই প্রকাশ করে।

(লাটুর প্রবেশ।)

লাটু। ওঁরা এসেছেন।

(অতুল তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিতে সেদিকে অগ্রসয় হইল—ব্রজসুন্দরী ও সমুজ্জ্বলার প্রবেশ।)

ব্রজ। হাঁরে অতুল, ভালো রকম চল্‌ছিস্ তো ?

অতুল। হাঁ, মাসীমা, ভালোই বোধ করছি।

ব্রজ। দুটা তো আর এক জিনিষ নয় ; ভালো চলা ও তাতে ভাল বোধ করা কদাচিৎ এক সঙ্গে দেখা যায়। (বনমালীর প্রতি) আপনি যে ! কেমন আছেন ?

অতুল। (সমুজ্জ্বলার প্রতি—সমুজ্জ্বলা ও বনমালীর মাঝে বাধা স্বরূপ দাঁড়াইয়া) তুমি তো বেশ চালাক, সমু !

সমু। হাঁ, খুব। (সরিয়া বনমালীয় পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া) কেমন, না, দাস মশায় ?

বন। চমৎকার আপনি !

ব্রজ। আমাদের কিছু দেরী হ'য়ে গেছে, অতুল—কি করব—পথে বিদ্যুতের বাড়ীতে একটু দেখা দিয়ে

আস্‌তে হয়েছে। (লাটু চা ইত্যাদি নিয়া আসিল) ওর স্বামী মারা যাওয়ার পর তার কাছে আর যাইনি—মেয়েমানুষকে এত বদ্‌লাতে আর কখনো আমি দেখিনি—দেখ্‌তে না দেখ্‌তে যেন বুড়ী হ'য়ে গেছে! একটু চা খাব—আর ছানাবড়ার কথাও তো বলেছিলি তুই। (সমুজ্জলার প্রতি) সমুজ্জলা, এদিকে এসে বোস্‌ না।

সমু। না পিসীমা—এখানেই বেশ আছি।

অতুল। (শূন্য প্লেট্‌ হাতে লইয়া) এ কি, লাটু! (লাটু কাছে আসিল, সমুজ্জলা ও বনমালী দূরে গেল) ছানাবড়া নেই যে? বিশেষ ক'রে তাই তৈরী করতে তো বলেছিলুম!

লাটু। কি করব বাবু, কাল বিকেলে বৌবাজারে একেবারে ছানা ছিল না, দু' বার গিয়ে ফিরে এসেছি।

অতুল। ছানা ছিল না?

লাটু। না, বাবু—দ্বিগুণ দাম কবুল ক'রেও কোথাও পেলুম না।

অতুল। তা আর কি করা! (লাটু নিষ্ক্রান্ত) ভারি কষ্ট হচ্ছে আমার মাসীমা, ছানা ছিল না, দ্বিগুণ দাম কবুল ক'রেও পাওয়া গেল না।

ব্রজ। সে থাক, তাতে কি! বিদ্যুতের বাড়ীতে বাগবাজারের নবীন্‌ ময়রার রসগোল্লা খুব উড়ান গেছে।

হাঁ, অতুল ; ঠিক সময়ে যাস্ আজ্‌কে কিন্তু আমাদের বাড়ীতে—নন্দিতা আর তার স্বামীও আস্‌বে।

অতুল। কিন্তু মাসীমা, সে সুখ তো আমার কপালে আজ নেই ব'লেই মনে হচ্ছে।

ব্রজ। কেন ? (সমুজ্জ্বলা ও বনমালী কাছে আসিল)

অতুল। ভারি মুস্কিল—তার পেলুম্ আমার বন্ধু রমাপদের অসুখ ভারি বেড়ে গেছে। (বনমালীর সহিত চোরা দৃষ্টি বিনিময়)

ব্রজ। ভারি আশ্চর্য্য তো! রমাপদের অসুখের চমৎকার সময় জ্ঞান আছে দেখ্‌তে পাচ্ছি!

অতুল। বেচারি ভারি ভুগ্‌ছে!

ব্রজ। অতুল, তোর রমাপদটি বাঁচ্‌বে কি মরবে এতদিনে তার সেটা ঠিক ক'রে ফেলা উচিত ছিল। এ নিয়ে হেলা-ফেলাটা ভালো হচ্ছে না। আর চিররোগীর প্রতি আজকালকার ছেলেদের দয়াও আমার ভালো ঠেক্‌ছে না। অসুখ বিসুখকে এমন ধারা উৎসাহ দিতে নেই। স্বাস্থ্যই হয়েছে জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। আমি তোর মেসোকে তো সেই কথাই বরাবর ব'লে আস্‌ছি, কিন্তু উনি সেদিকে কাণ দেন না—ওঁর ব্যারামও ওঁকে ছাড়ে না। তোর রমাপদটিকে বিশেষ ক'রে আমার অনুরোধ জানাস্— আস্‌ছে শনিবারে যেন সে অসুখ বাড়িয়ে বসে না—

সেদিন গীতবাদ্যের বন্দোবস্তের জন্যে তোকে বিশেষ দরকার আছে।

অতুল। তা রমাপদকে বল্‌ব, মাসীমা—যদি সে জ্ঞান না হারিয়ে থাকে—শনিবারে তার অসুখ করবে না তা তোমাকে ঠিক বল্‌তে পারি। (চা লইল) অবিশ্যি গীতবাদ্যের বন্দোবস্তটা নিয়ে একটু মুস্কিলে পড়্‌তে হবে। আমি একটা প্রোগ্রাম করিছি—মাসীমা, তুমি যদি একটু ওঘরে আস তাহ'লে তোমাকে সব দেখাতে পারি।

ব্রজ। আচ্ছা, সে বেশ হবে। (অতুলের সঙ্গে যাইতে যাইতে) প্রোগ্রাম বেশ চমৎকারই হবে নিশ্চয়—অবিশ্যি আমি কিছু কাটা ছাঁটা ক'রে দিলে পর। (সমুজ্জ্বলার প্রতি) সমুজ্জ্বলা, তুইও আয়।

সমু। এই যাচ্ছি, পিসীমা।

(ব্রজ ও অতুল নিষ্ক্রান্ত)

বন। চমৎকার দিনটি করেছে আজ—কেমন, না?

সমু। দিনটিনের কথা আমাকে বল্‌বেন না, দাস মশায়! চমৎকার দিনের কথা কেউ আমাকে বল্লেই মনে হয় তার পেটে অন্য কথা আছে—এটা কেবল তার মুখ-বন্ধ মাত্র—সেই মনে ক'রেই আমার কেমন কেমন লাগে।

বন। আমারও অবিশ্যি অন্য কথা মনে আছে।

সমু। আমিও তাই ভেবেছিলুম।

বন। আপনার পিসীমার অনুপস্থিতির এই সুযোগে—

সমু। আপনার মনের কথা ব'লে ফেলা উচিত—কেমন, এই কথা না? আর পিসীমার হঠাৎ ঘরে ঢুক্‌বার দিকেও একটা ঝোঁক আছে।

বন। (দরজার কাছে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া আসিল) আপনাকে—আপনাকে দেখা অবধি আপনিই আমার দৃষ্টি ও মনের সমস্ত প্রশংসার অধিকারিণী হ'য়ে ব'সে আছেন। ভাষায় তা প্রকাশ কর্ত্তে পারি না।

সমু। ভাষা শুধু মনের ভাব ব্যক্ত কর্ত্তেই ব্যবহৃত হয় না, দাস মশায়! অব্যক্ত রাখ্‌তে—কিংবা অতিরঞ্জিত বা মিথ্যা প্রকাশ কর্ত্তেও তার কম ব্যবহার হয় না! তবে আপনি আমায় ভালবাসেন সেটা আমি বেশ জানি, প্রকাশ্যে এ কথাটা ব'লে ফেলেন সেটিও বরাবর ইচ্ছা ক'রে এসেছি। আপনার প্রতি আমার মনের একটি অদম্য আকর্ষণ আছে। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেও আপনার প্রতি আমি মোটেই উদাসীন ছিলুম না। (বনমালী আশ্চর্য্য হইয়া তার দিকে চাহিল) আপনি হয়ত জানেন, দাস মশায়, আমরা এক আদর্শের যুগে বাস করছি। সে কথাটা আজকালকার বড় বড় মাসিকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা

করা হয়। অযত্ন বিন্যস্ত সহজ বনপ্রকৃতির দিকে ফিরে যাওয়াই হয়েছে আজকালকার নাগরিক সভ্যতার আদর্শ—বনানী নামে কাউকে ভালোবাস্‌ব —বরাবর আমার আদর্শ ছিল তাই। এই নামটিতে এমনি একটা কিছু আছে যা মনকে তার নিবিড় মায়া ও অপরিচিত রহস্যের দিকে টেনে নেয়! অতুল দা যে মুহূর্ত্তে বল্লেন যে বনানী নামে তাঁর একটি বন্ধু আছে, সেই মুহূর্ত্তেই বুঝ্‌লুম আপনাকে ভালোবাস্‌তেই আমার সৃষ্টি হয়েছে!

বন। সত্য আমাকে ভালোবাস, সমুজ্জ্বলা?

সমু। মনে প্রাণে।

বন। সমু, তুমি জাননা কত সুখী করলে আমাকে।
(পাশে বসিল)

সমু। বনানী আমার!

(গান)

তুমি কোন্ দেশের বনানী গো,
শ্যামল ছবিখানি!
তোমার বনে আমার ফুল কি
ফোটে বল শুনি!
মলয় বায় দোলায় তায়,
ভোম্‌রা এসে চুমো খায়!

পাখীরা গায় মধুর তানে,
কতই কি জানি !
আলো পাশে ছায়া ব'সে,
করে মধুর কানাকানি !

বন। অবশ্য তুমি এ কথা বল্‌ছ না যে আমার নাম বনানী না হ'লে তুমি আমাকে ভালোবাস্‌তে না।

সমু। কিন্তু আপনার নাম তো বনানীই।

বন। হাঁ, সেই। কিন্তু মনে করুন যদি অন্য একটা কিছু হয়? আপনি কি বল্‌তে চান তাহ'লে আপনি আমাকে ভালোবাস্‌তে পারবেন না?

সমু। ওঃ! সে একটা মনস্তত্ত্বের বিষম সমস্যা—তবে মনস্তত্ত্বের সমস্যার সঙ্গে প্রকৃত জীবনের ঘটনার কতটা সম্পর্ক সে তো জানেনই।

বন। সত্য কথা বল্‌তে গেলে আমার নিজের কিন্তু বনানী নামটা মোটেই ভালো লাগেনা—এটা আমাকে মোটেই মানায় না।

সমু। চমৎকার মানায়—সুন্দর নামটি। সঙ্গীতের মত মিষ্টি—শুন্‌লেই কাণে মধু বৃষ্টি হয়!

বন। কিন্তু এর চেয়েও সুন্দর নাম কত রয়েছে! যেমন—ধরুন না, বনমালী—চমৎকার নাম!

সমু। বনমালী! না, এ নামে কোনো সঙ্গীত নেই। এতে কাণে মধু ঢালে না। কয়েকজন বনমালীকে

আমি জানি ; বনমালী নাম শুন্‌লেই আমাদের সেই ঝাড়ুদার বনমালীর কথা আমার মনে হয়! ছো— বনমালী আবার একটা নাম! বনমালী নামে কারু সঙ্গে কেনো মেয়ের বিয়ে হ'লে তার বিষম দুর্ভাগ্য কেমনবল্‌তে হবে। 'বনানী' 'বনানী'—কেমন মিষ্টি! কবিত্বপূর্ণ!

বন। তবে শীঘ্র আমার নাম বদ্‌লে—না, না—আমাদের মালা বদল করতে হবে—অর্থাৎ কিনা বিয়েটা শীঘ্র হ'য়ে যাওয়াই ভালো।

সমু। (বিস্মিত) বিয়ে, দাস মশায়? (দু'জনেই উঠিল)

বন। (হতবুদ্ধি) হাঁ—সেইতো। তুমি জানো তোমাকে আমি ভালবাসি, তুমিও আমার প্রতি একেবারে উদাসীন নও, তাতো বলেছ।

সমু। আমি আপনাকে প্রাণাধিক ভালোবাসি। কিন্তু আপনি তো এখনো আমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাড়েন নি! বিয়ে সম্বন্ধে তো কোনো কথাই হয়নি—এ বিষয়টির কাছ দিয়েওতো যাওয়া হয় নি! সে যে এখনও একটা সম্পূর্ণ অচিন্তিত ব্যাপার রয়েছে আমার কাছে!

বন। আচ্ছা—এখন কি প্রস্তাবটা পাড়্‌তে পারি?

সমু। তার চমৎকার সুযোগটি পাওয়া গেছে ব'লে মনে হয়। (সোফায় আবার বসিয়া) সম্ভাবিত

নিরাশার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে আপনাকে পূর্ব্ব হ'তেই ব'লে দিচ্ছি দাস মশায়, আমি আপনাকে গ্রহণ করব ব'লেই কৃতসঙ্কল্প হয়েছি।

বন। তাহ'লে, সমু, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

(জানু পাতিল)

সমু। অবশ্য করব, প্রিয়তম। (গলা জড়াইয়া ধরিল) এ ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতাটা কতদিনের? খুব বেশী দিনের নয় আশা করি।

বন। সমু, তোমাকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে আমি ভালোবাসিনি।

সমু। তাহ'লে ভলবাসাটা আপনাকে কেউ শেখায় নি? কিন্তু পুরুষেরা অভ্যস্ত হবার জন্যে অনেক সময় বিয়ের প্রস্তাব ক'রে থাকে। ওঃ! বনানীবাবু, কি চমৎকার সুগভীর কালো চোখ আপনার—যেন ওর কূল নেই, তল নেই—অপার রহস্যের আধার! এমন ক'রেই যেন আপনি আমার দিকে সারা জীবন চেয়ে থাকেন!

(ব্রজসুন্দরীর প্রবেশ।)

ব্রজ। বনানীবাবু! (বনানী উঠিতে চেষ্টা করিল; সমুজ্জ্বলা বাধা দিল) উঠে পড়ুন। ভারি অভদ্র ভঙ্গী এটা!

সমু। পিসীমা! (বনানী উঠিতে চেষ্টা করিল; সমুজ্জ্বলা

বাধা দিল) তুমি একটু স'রে যাও। এখনো তোমার প্রবেশের সময় হয় নি! (আবার বনমালীর চেষ্টা) আর দাস মশায় এখনো কথা শেষ করেন নি।

ব্রজ। কি কথা শেষ করেন নি?

সমু। সে জান্‌তে পারবে এখন সময় মত।

ব্রজ। তাহ'লে ব'লে দিচ্ছি তোকে যে এসব কথা আমিই জান্‌ব আগে—তারপর তুই জানিস্ না জানিস্ তাতে কিছুই এসে যায় না। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি সব। আমি বনানীকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস্ কর্‌ছি; ততক্ষণ তুই গিয়ে বরং নীচে গাড়ীতে বোস্।

সমু। (বিরক্তির কণ্ঠে) পিসীমা!

ব্রজ। (আদেশের কণ্ঠে) নীচে—গাড়ীতে!

(বনমালী এতক্ষণে উঠিয়া পড়িয়াছে—ব্রজসুন্দরীর অলক্ষিতে দু'জনে হাতে চুম্বন বিনিময় করিল। এদিক ওদিক চাহিয়া কোথা হইতে শব্দ হইল—ব্রজসুন্দরী ঠিক বুঝিতে পারিল না)

সমু। যাই, পিসীমা। (নিষ্ক্রান্ত)

ব্রজ। (বসিয়া) আপনি বস্‌তে পারেন। (নোটবই এবং পেন্সিল বাহির করিল)

বন। না, বেশ আছি।

ব্রজ। হ্যাঁ, আপ্‌নাকে প্রথমেই বল্‌তে হচ্ছে—উপযুক্ত পাত্রের আমার এই যে লিষ্টি আছে তাতে আপনার নাম নেই—সে যা হোক্, প্রশ্নের জবাব মনোমত

হ'লে আপনার নামটাও আমি টুকে নিতে পারি। আপনি কি তামাক টামাক খান ?

বন। সিগারেট, সময় সময়।

ব্রজ। বেশ, শুনে সুখী হলুম—পুরুষের হাতে একটা না একটা কিছু কাজ থাকা চাই! দিনে দিনে কুড়ে লোক বেড়ে যাচ্ছে দেশে। বিশেষ, স্ত্রীলোক যখন পুরুষ মানুষকে, "মুখে আগুন" ব'লে আদর করে, তখন তারা সিগারেট বা চুরুটের আগুনটাকেই লক্ষ্য ক'রে বলে—আচ্ছা আপনার বয়স কত ?

বন। এই ত্রিশের প্রায় কাছাকাছি। (বসিল)

ব্রজ। হাঁ—সেই হয়েছে বিয়ের উপযুক্ত বয়স। পুরুষ যখন বিয়ে করতে যায় তখন তার হয় সব জানা, নয় কিছুই না জানা উচিত—এই আমার চিরকালের মত। আপনার কোন্‌টা ?

বন। আমার কিছু জানা নেই।

ব্রজ। শুনে সুখী হলুম। প্রকৃতিগত অজ্ঞতার পরিপন্থী কোনো কিছুকে আমি পছন্দ করি না! অজ্ঞতা হয়েছে একটি সুকুমার ফুল, তাকে ছোঁবামাত্রই তার সমস্ত সৌন্দর্য্য নষ্ট হ'য়ে যায়। আচ্ছা, আপনার আয় কত ?

বন। বছরে এই চার হাজার থেকে পাঁচ হাজারের মধ্যে।

ব্রজ। (নোটবুকে নোট করিয়া) জমি জমায়, না ব্যবসায় ?

বন। বেশীর ভাগ ব্যবসায়।

ব্রজ। বেশ, বেশ। জমি জমায় লাভের দিন চ'লে গেছে। জাম জমায় মানুষকে সমাজে উচ্চপদ দেয় বটে কিন্তু সেই পদ বজায় রাখ্‌বার মত কিছু দেয় না। জমি-জমা সম্বন্ধে আমার এই আপত্তি।

বন। দেশে আমার একটা বাড়ী এবং তৎসংলগ্ন কিছু জমিজমাও আছে—কিন্তু সে আমার আসল আয় নয়—তার উপর নির্ভরও করি না।

ব্রজ। দেশে বাড়ী? ক'খানা শোবার ঘর? আচ্ছা, সে পরে হবে এখন। (নোট করিল) সহরেও বাড়ী আছে নিশ্চয়? সমুজ্জ্বলার মত মেয়েতো আর গ্রামে গিয়ে থাক্‌তে পারে না।

বন। হাঁ, গ্রে ষ্ট্রীটে আমার একটা বাড়ী আছে, কিন্তু রাণী লীলাবতীর কাছে তা ভাড়া—অবিশ্যি ছ'মাসের নোটিশে তুলে দেওয়া যায়।

ব্রজ। রাণী লীলাবতী! কই, চিনিনে তো!

বন। উনি সমাজের লোক নন—কারু সঙ্গে বড় একটা মিশেন টিশেন না—বয়স হয়েছে।

ব্রজ। গ্রে-ষ্ট্রীটে—কত নম্বর?

বন। ১৪৯নং।

ব্রজ। (নোট করিয়া বই বন্ধ করিল) জায়গাটা ভদ্রসমাজের

নয়; যাক্, সেটা বদ্‌লে নেওয়া যাবে। এখন ছোট খাটো কথা। তোমার মা বাপ কি জীবিত?

বন। কেউ জীবিত নেই।

ব্রজ। দু'জনেই গেছে? একজনকে হারাণো দুর্ভাগ্য বটে, কিন্তু দুজনকে হারাণো যে নেহাৎ অসাবধানতা! তোমার বাপ ছিলেন কে? টাকা পয়সা ছিল মনে হয়! বুনেদি ঘরে জন্মেছিলেন, না ছোট থেকে বড় হয়েছিলেন?

বন। সে জানি না। আসল কথা কি, আমি বলিছি—দু'জনকেই হারিয়েছি—কিন্তু বেশী সত্য হবে একথা বল্লেই যে দু'জনে আমাকেই হারিয়েছিলেন। কোথায়—কার ঘরে আমার জন্ম আমি তা জানিই না। আমি—আমি—হাঁ—আমাকে কুড়িয়ে পাওয়া গেছিল। (উঠিল)

ব্রজ। কুড়িয়ে পাওয়া গেছিল!

বন। মৃত গঙ্গাধর সিংহ—খুব দয়ালু লোক তিনি—তিনিই আমাকে পেয়ে পেলেছিলেন।

ব্রজ। কোথায় পেয়েছিলেন?

বন। একটা হাত ব্যাগের মধ্যে।

ব্রজ। হাত ব্যাগ!

বন। (গম্ভীর ভাবে) হাঁ,হ াত ব্যাগেই—একটু বড় রকমের—চামড়ার—হাতল ছিল।

ব্রজ। এই বড় রকমের হাতলওয়ালা চাম্‌ড়ার হাতব্যাগে কোথায় তোমাকে কুড়িয়ে পেয়েছিল গঙ্গাধর সিংহ ?

বন। হাওড়া ষ্টেশনে—তাঁর নিজের ব'লে ভুলে তাঁকে এটা দেওয়া হয়েছিল।

ব্রজ। আমাকে স্বীকার কর্ত্তে হচ্ছে এখন যা শুন্‌লুম তাতে কিছু হতবুদ্ধি হ'য়ে গেছি। হাতব্যাগের মধ্যে—তা তার হাতল থাক আর নাই থাক—হাতব্যাগের মধ্যে জন্ম নেওয়া, অন্ততঃ লালিত পালিত হওয়াটা, ভদ্র নয়—আর রেলওয়ে ষ্টেশন চিরকালই সামাজিক অবিবেচনা লুকোবার একটা স্থান স্বরূপ ব'লে বিবেচিত হ'য়ে আস্‌ছে।

বন। আমাকে আপনি এখন কি উপদেশ দেন ? সমুজ্জ্বলার সুখের জন্যে আমি সব করতে পারি।

ব্রজ। আমি শুধু এই উপদেশ দিতে পারি যথাসম্ভব শীঘ্র দু'চারটি আত্মীয় যোগাড় ক'রে ফেল—মাতা কি পিতা, একটি অন্ততঃ বের ক'রে ফেল—এই বছরটা শেষ হবার আগেই বের ক'রে ফেল।

বন। সে যে কি ক'রে পেরে উঠ্‌ব তা'তো বুঝ্‌ছি না। হাতব্যাগ যে কোনো মুহুর্ত্তেই আমি এনে হাজির করতে পারি। বাড়ীতেই রয়েছে। তাতেই আপনি সন্তুষ্ট হবেন আশা করি।

ব্রজ। আমি সন্তুষ্ট হব? আমার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি, দাস মশায়? আমার আপন ভাইয়ের মেয়ে—শিশুকাল থেকেই নিজের মেয়ের মত পেলেছি, কলেজে দিয়ে লেখাপড়া শিখাচ্ছি, তাকে যে রেলওয়ে ষ্টেশনে বিয়ে দেব এবং হাতব্যাগের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করব তা আপনি স্বপ্নেও ভাব্‌বেন না। যাই এখন দাস মশায়। (নিষ্ক্রান্ত)

(অতুলেয় প্রবেশ—গান গাহিতে গাহিতে)

অতুল। (গান)

ওগো, বিয়ের ফুল ফুট্‌ল কি তোর?
আই বুড়ো দিন ঘুচ্‌লো কি তোর?

বন। (ভীষণ রাগিয়া) নে, নে, থাম্! গাধা কোথাকার!

অতুল। তাহ'লে কি সুবিধে হয়নি? সমুজ্জ্বলার মত হয়নি নাকি?

বন। আরে সে হ'য়ে গেছে—পিসীমাটিই বরদাস্ত হয় না—যেন তারকা-রাক্ষসী! ভ্রাতুস্পুত্রীটি যে পিসীমার মত হয়নি, রক্ষে!

অতুল। তুমি যে সহরে বনানী আর গ্রামে বনমালী, সে সম্বন্ধে সত্য কথাটা সমুজ্জ্বলাকে বলেছ?

বন। (গম্ভীর স্বরে) আরে, সুন্দরী শিক্ষিতা ও অবিবাহিতা কোনো মেয়েকে বল্‌বার মতন সত্য তো এ নয়। স্ত্রীলোকের সঙ্গে আচরণ সম্বন্ধে তোমার মত অদ্ভুত ধারণা আমার নেই।

অতুল। স্ত্রীলোক সুন্দরী হ'লে তার সঙ্গে এক রকম আচরণই সম্ভব—সেটা হচ্ছে তার সঙ্গে প্রেম করা; আর নিজকে সে বিষয়ে অনুপযুক্ত মনে কল্লে—স'রে পড়া!

ব। বাজে কথা!

অতুল। তোমার ভাইয়ের খবর কি? সেই দুশ্চরিত্র বনানীর কথা?

বন। এই সপ্তাহ শেষ হবার আগেই তাকে আমাকে ছাড়্তে হবে; সে সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ পশ্চিমে মারা গেছে বল্‌ব, কতলোক তো সন্ন্যাস রোগে হঠাৎ মারা যায়,—কেমন, যায় না?

অতুল। হাঁ; কিন্তু রোগটা পুরুষানুক্রমিক—বিশেষ বিশেষ পরিবারেই এর আক্রমণ দেখা যায়। বরং ব'লো হঠাৎ ভীষণ ঠাণ্ডা লেগে একদিনেই ডবল নিউমোনিয়া হ'য়ে মারা যায়। তা না হ'লে তোমার উপরও ওপক্ষের একটা আশঙ্কা আস্‌তে পারে।

বন। ডবল নিউমোনয়াটা পুরুষানুক্রমিক নয় তো? তুমি সেটা নিশ্চিত জানো?

অতুল। না, না, তা নয়।

বন। আচ্ছা, বেশ তাহ'লে। আমার ভাই বনানী হঠাৎ পশ্চিমে ডবল নিউমোনিয়ায় মারা গেছে। শেষ হ'লো তো?

অতুল। কিন্তু তুমি যেন বল্‌ছিলে যে তোমাদের কিঙ্কিণী তোমার ভাই বনানীটি সম্বন্ধে একটু অতিরিক্ত **interest** নিয়ে থাকেন!

বন। ওঃ, তাতে কি! সে উপন্যাসের প্রেমিকা নয়—ক্ষুধা তার প্রবল রয়েছে, হাট্‌তেও পারে সে অনেক রাস্তা, আর কবিতা লিখা বা ভাবাকুল নেত্রে চাওয়ার অভ্যাস তার মোটেই নেই!

অতুল। কিঙ্কিণীকে দেখ্‌তে ইচ্ছা হয়।

বন। কোনদিন তাকে দেখ্‌তে না পাও সেই চেষ্টাই আমি বিধিমত করব, জেনে রাখ—সে আশ্চর্য্য সুন্দরী, বয়সও তার এই ষোল চলেছে।

অতুল। সমুজ্জ্বলাকে কি এই কথা বলেছ যে তুমি এমন একটি অসম্পর্কিতা মেয়ের অভিভাবক যে আশ্চর্য্য সুন্দরী এবং যার বয়স এই ষোল চলেছে?

বন। এসব কথা হাটে ঘাটে ঢাক পিটিয়ে বল্‌বার মতন বোকা কেউ নয়। কিঙ্কিণী ও সমুজ্জ্বলার খুব মিল হবে নিশ্চয়। দেখা হওয়ার পর আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই তোমাকে বল্‌ছি তারা একজন আর জনের সখী হ'য়ে উঠ্‌বে।

অতুল। (উঠিয়া চেয়ার পিছনে ঠেলিয়া) হাঁ—সেটা বটে—কিন্তু আগে তারা একে অন্যের সব পেটের খবর বের ক'রে, তবে তারা সই পাত্‌বে এটাও জেনে রেখো।

হাঁ—সময় হ'য়ে এল, এই বেলাটাও রয়েল হোটেলে যাওয়া যাক, চল না—বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে।

বন। তোমার আবার ক্ষুধা না থাকে কখন!

অতুল। খাওয়ার পর কি করা যায়—থিয়েটারে যাবে?

বন। না, না। সে হবে না বাবা! পয়সা দিয়ে চোর! একটু কথা বল্লে—সিগারেট টান্‌লে—দশ শালা এসে "অর্ডার" "অর্ডার" করবে এখন। অমন আড়ষ্ট হ'য়ে জড় ভরতের মত ব'সে, ন্যাকি কথার ন্যাকামো শোনা আমার কর্ম্ম নয়!

অতুল। চল, ক্লাবে যাই।

বন। না, সেও নয়—সেখানে যত বাজে কথার শ্রাদ্ধ!

অতুল। তাহ'লে বিকেলের দিকে চলো সিনেমাতে।

বন। না, না। চেয়ে চেয়ে ক্লান্তি ধ'রে যায়। চোখ্ ব্যথা করে!

অতুল। তাহ'লে কি করা যাবে?

বন। কিছুই নয়।

(লাটুর প্রবেশ।)

লাটু। দিদিমণি।

(সমুজ্জ্বলার প্রবেশ। লাটু নিষ্ক্রান্ত। দরজা খোলা রহিল।)

অতুল। ওঃ—সমুজ্জ্বলা!

সমু। (অতুলকে ঘুরাইয়া দিয়া) অতুলদা', একটু ওদিকে

ফিরে থাক। দাস মশায়কে একটু বিশেষ কথা বল্‌বার আছে আমার।

অতুল। বাস্তবিক, সমুজ্জ্বলা, এ আমি অনুমতি দিতে পারি ব'লে মনে হয় না।

সমু। অতুলদা', অনুগ্রহ ক'রে একটু ফিরে থাক না। (আবার তাকে ঘুরাইয়া দিল) [বনমালীর কাছে গিয়া] বনানীবাবু, আমাদের বিয়ে হবার কোনো সম্ভাবনা দেখ্‌ছি না—পিসীমার মুখ দেখেই আমার সেই আশঙ্কা হয়েছে। জানেন না, আজকাল অভিভাবক-দের মেনে চলাই হয়েছে রীতি। এক সময় যৌবনকে শ্রদ্ধা করা হ'তো—আজকাল দেশ থেকে সে পাঠ উঠে গেছে। পিসীমার উপর আমার যা কিছু প্রভাব ছিল, সে আমার তিন বছরের সময়ই শেষ হ'য়ে গেছে; কিন্তু যদিও তিনি এখন আমাদের বিয়েতে বাধা দিতে পারেন, যদিও আমি অন্য কাউকে বিয়ে ক'রে ফেল্‌তে পারি, তবু এটুকু মনে রাখ্‌বেন যে আপনার প্রতি আমার সেই চিরন্তন আকর্ষণটি তেমনি অটুট এবং অক্ষুণ্ণ আছে ও থাকবে!

বন। ধন্য! আদর্শ যুগের আদর্শ মেয়ে! যদি দেশ কখনো উদ্ধার হয় তো আপনাদের দ্বারাই হবে! সমুজ্জ্বলা! আপনার এ সান্ত্বনার জন্যে অশেষ ধন্যবাদ!

সমু। আপনার উপন্যাসোচিত জীবনকথা নানা রকম বিরুদ্ধ মন্তব্যের সঙ্গে পিসীমার নিকট থেকে শু'নে আমার প্রকৃতির গভীরতম অন্তস্থল পর্য্যন্ত ন'ড়ে উঠেছে! আপনার বনানী নামটির অদম্য আকর্ষণ রয়েছে। আপনার চরিত্রের সরলতা আপনাকে আমার নিকট আশ্চর্য্য রকম দুর্জ্জেয় ক'রে তুলেছে। (কিছু দূরে সরিয়া) বেচুচাটার্জ্জির ষ্ট্রীটের আপনার সহরের ঠিকানা আমার জানা আছে। (নোটবুক বাহির করিয়া) আপনার গ্রামের ঠিকানাটা কি ?

বন। রায়পাশা—"বিজন কুটীর" হুগ্‌লি।

(অতুল সার্টের কাফে ঠিকানাটা লিখিয়া রাখিল—তারপর রেলওয়ে গাইড্ হাতে লইল)

সমু। কতদিন সহরে থাক্‌বেন ?

বন। সোমবার পর্য্যন্ত।

সমু। বেশ! অতুলদা', এখন ফিরতে পার।

অতুল। হাঁ, আমি আগেই ফিরে গেছি।

সমু। (অতুলের প্রতি) তুমি এখন লাটুকে ডাক্‌তে পার।

বন। আমিই তোমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি ?

সমু। নিশ্চয়।

(লাটুর প্রবেশ)

বন। (আগত লাটুর প্রতি) আমিই ওঁকে গাড়ীতে তু'লে দিয়ে আসব।

লাটু। আচ্ছা, বাবু।

(বনমালী ও সমুজ্জ্বলা নিষ্ক্রান্ত)

{ লাটু অতুলের হাতে দুইটা চিঠি দিল—দেখা গেল যেন দোকানের বাকীর "বিল"—অতুল পড়িয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল }

অতুল। হুঁ! এ সময়ে আবার পাওনাদারের বিল! মরণ আর কি! এক গ্লাস সরবৎ, লাটু।

লাটু। এই তো। (দিল)

অতুল। রমাপদগিরিতে বেরুব।

লাটু। আচ্ছা, বাবু।

অতুল। হয়ত সোমবারের আগে আস্‌ব না। যা কিছু প্রয়োজন সব ঠিক ক'রে রাখ্‌।

লাটু। আচ্ছা, বাবু।

অতুল। কাল দিনটা ভালো করলেই হয়।

লাটু। সে আশা নেই।

অতুল। তুই কেবল মন্দ কথাই ভাবিস্‌।

(লাটু নিষ্ক্রান্ত)

(বনমালীর প্রবেশ)

বন। মেয়েটির চমৎকার বুদ্ধিসুদ্ধি—আর বেশ শিক্ষিত মন! জীবনে এই প্রথম, মেয়েদের মধ্যে একেই মনে ধরেছে। (অতুল খুব হাসিতে লাগিল) এত হাসির উদ্রেক হচ্ছে কিসে?

অতুল। বেচারী রমাপদের জন্যে একটু চিন্তা হ'চ্ছে—আর কিছু নয়।

বন। সাবধান না হ'লে তোমার রমাপদী বন্ধুটি তোমাকে একদিন বিপদে ফেল্‌বে।

অতুল। বিপদ আমি ভালোই বাসি। অন্ততঃ ওতে সুগম্ভীর ব'লে কিছু নেই।

বন। সব বাজে কথা—তোমার কথার কোনোদিন কোনো অর্থ থাকে না।

অতুল। অনেকেরই থাকে না। আর তা' ছাড়া অর্থহীন কথা বল্‌তেই আমি ভালোবাসি। (বনমালী ঘৃণার সহিত চারিদিকে চাহিয়া বাহির হইয়া গেল; অতুল একটা সিগারেট জ্বালাইয়া সার্টের কাফটা পড়িল এবং হাসিল)—"রায়পাশা, বিজন কুটীর, হুগ্‌লি"।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিজন কুটীরের বাগান। বাগানটি পুরাণো ধরণের;
চেয়ার, টেবিল, টেবিলের উপর বই। সরোজিনী
বসিয়া আছে। কিঙ্কিণী ফুলগাছে
জল দিতেছে।

কিঙ্কিণীর গান।

আমি তরুলতার শ্যামল কোলে
আপন হারা হই!
দেখ্‌লে পরে ফুলের হাসি,
আমাতে আর আমি নই!
প্রকৃতির আপন গড়া,
কত বর্ণ, গন্ধে ভরা,
স্বরগের শোভা রাশি—
মরতে আর এমন কই!

সরোজিনী। (ডাকিল) কিঙ্কিণী! কিঙ্কিণী! গাছে জল দেওয়াটা তোমার চেয়ে উড়ে মালীটারই বেশী কর্ত্তব্য কাজ। তোমার উপক্রমণিকা যে টেবিলে প'ড়ে আছে। ২১ পৃষ্ঠা খোল; কাল্‌কের পড়াটা আবার দেখে নাও।

কিঙ্কিণী। না, ও "টা ভ্যাম্ ভিস্—নু ভ্যাম্ ভস্" আমার একদম ভালো লাগে না। কি বিদ্‌ঘুটে ভাষা! সংস্কৃত প'ড়ে কি হবে? আমি তো আর টিকিধারী বামুন পণ্ডিত হ'তে যাব না!

সরো। তুমি তো জানো তুমি সব বিষয়ে উন্নতি লাভ কর সে সম্বন্ধে তোমার অভিভাবকের কত ঐকান্তিক ইচ্ছা। কাল্‌কে সহরে যাবার সময় বিশেষ ক'রে তোমার সংস্কৃত চর্চ্চার কথাই ব'লে গেলেন।

কিঙ্কিণী। কাকা ভারি গম্ভীর লোক—এত গম্ভীর, যে আমার অনেক সময় মনে হয় ওঁর মন ঠিক সুস্থ নয়। (জলের ঝাড়ি রাখিয়া অগ্রসর হইল)

সরো। তোমার অভিভাবকের স্বাস্থ্য উত্তম—ত্রিশ বছর বয়সে এমন গাম্ভীর্য্য তো প্রশংসারই কথা। তাঁর চেয়ে বেশী কর্ত্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞান কারু আছে ব'লে আমি জানি না।

কিঙ্কিণী। (টেবিলের কাছে আসিয়া) হাঁ—তাই বোধ হয় আমরা তিনজন যখন একত্র হই তাঁকে এমন বিরক্ত বিরক্ত দেখায়! হাসি খুসী থাকাটা বোধ হয় তিনি স্বভাব থেকে একেবারে নাকচ ক'রেই দিয়েছেন!

সরো। কিঙ্কিণী! তোমার কথায় বিস্মিত হচ্ছি! বনমালী বাবু জীবনে অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন। মিথ্যা হাসি ঠাট্টা এবং বাচালতা তাঁর কথাবার্ত্তার মধ্যে

নেহাৎ অশোভন হ'তো। তাঁর সেই হতভাগ্য ভ্রাতাটি সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা এবং অস্থিরতার কথাটাও ভাব্‌তে হয় তো!

কিঙ্কিণী। কাকা তাঁকে সময় সময় এখানে আস্‌তে দেন না কেন? আমরা হয়ত তাঁকে অনেক শুধ্‌রিয়ে নিতে পারতুম—আপনি তো নিশ্চয়ই পারতেন। (বসিল) আপনি তো জানেন, কট্‌মট্‌ সংস্কৃত আর ইতিহাস ভুগোলের কনিষ্ক কামাস্‌কাট্‌কার মত নাম গুলো মানুষের চরিত্র গঠনে কি সুন্দর কাজ ক'রে থাকে! তার জন্যেই বোধহয় পূজোয় ও বিয়েতে সংস্কৃত উচ্চারণের ব্যবস্থা রয়েছে! যত বেশী কট্‌মটে এবং যত বেশী দুর্বোধ হবে, ততই যে চরিত্রের উপর বেশী কাজ করবে! (তাহার ডায়রীতে কি লিখিতে লাগিল)

সরো। (মাথা নাড়িয়া) তার নিজের ভাই-ই যখন বল্‌ছেন যে ওর চরিত্র শুধরাণোর অতীত, তখন আমিই যে কিছু ক'রে উ্‌তে পারব ভরসা হয় না। আর বাস্তবিক, সেরূপ চেষ্টা করায় ইচ্ছাও যে আমার আছে তাই বা কি ক'রে বলি। খারাপ লোক্‌কে চট্‌ ক'রে ভালো ক'রে ফেল্‌বার আধুনিক রোগে আমাকে পায়নি। তোমার ডায়রী এখন রেখে দাও, কিঙ্কিণী! ডায়রী লেখার কোনো প্রয়োজন আছে ব'লে তো আমার মনে হয় না।

কিঙ্কিণী। আমার জীবনের আশ্চর্য্য গোপন কথাগুলো লিখে রাখ্‌বার জন্যেই আমি ডায়রী রাখি। না লিখে রাখ্‌লে সব ভু'লে যেতুম হয়ত।

সরো। কিঙ্কিণী, আমাদের স্মৃতশক্তিই সেই এক মাত্র ডায়রী যা আমরা আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই বহন ক'রে থাকি।

কিঙ্কিণী। কিন্তু তা' এমন সব জিনিষের ছাপ রাখে, যা' কখনো ঘটেনি এবং ঘট্‌তেও পারত না। যে সব উপন্যাস আজকাল লিখিত ও প্রচারিত হচ্ছে, তার প্রায় সব গুলার জন্যে স্মৃতিশক্তিই দায়ী বোধহয়—অথচ সে গুলির অনেকই ঘটেনি—এবং অধিকাংশই ঘট্‌তে পার্ত্ত না।

সরো। উপন্যাস সম্বন্ধে এমন হাল্কা কথা ব'লো না। এমন দিন ছিল যখন আমিও একটি উপন্যাস লিখিছি।

কিঙ্কিণী। আপনার উপন্যাস কি ছাপা হয়েছিল ?

সরো। না। পাণ্ডুলিপি দুর্ভাগ্যক্রমে হাত ছাড়া হয়। থাক্, এসব ব'কে আর লাভ নেই কিছু।

কিঙ্কিণী। ধনঞ্জয় বাবু যেন আস্‌ছেন বাগানের পথে।

সরো। (উঠিয়া অগ্রসর হইয়া) ধনঞ্জয় বাবু! বেশ, বেশ!

(ধনঞ্জয় মাইতির প্রবেশ)

ধনঞ্জয়। কেমন আছেন সব ? (সরোজিনীর প্রতি) আপনি বেশ ভালো তো ?

কিঙ্কিণী। উনি এখনি একটু মাথা ধরেছে ব'লে বল্‌ছিলেন। বাগানে আপনার সঙ্গে একটু বেড়ালে বোধ হয় তাঁর বেশ উপকার হবে।

সরো। কই, আমি তো মাথা ধরার কথা কিছু বলিনি !

(বসিল)

কিঙ্কিণী। না, তা বলেন নি জানি ; কিন্তু আমি অম্‌নি নিজের মন থেকেই বুঝ্‌তে পারলুম যে আপনার মাথা ধরেছে। ধনঞ্জয় বাবু যখন এলেন তখন আমি ঐ কথাই ভাব্‌ছিলুম—আমার সংস্কৃত ব্যাকরণের কথা ভাবিনি।

ধন। কিঙ্কিণী, তোমার পড়াশুনায় অমনোযোগ নেই আশা করি।

কিঙ্কিণী। তা' বোধ হয় কিছু আছে, সেটা আর অস্বীকার করি কি ক'রে !

ধন। এ আশ্চর্য্য ! (সরোজিনীকে দেখাইয়া) ওঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য থাক্‌লে তো আমি সব সময় ওঁর ঠোঁটের সুধা-বৃষ্টি গিল্‌তুম ! (সরোজিনী তারদিকে বিশেষ দৃষ্টিতে চাহিল) অবশ্য—ঠোঁটের সুধাবৃষ্টি বল্‌তে আমি ওঁর মুখের কথাই বুঝিয়েছি—হাঁ, বনমালী বাবু এখনো সহর থেকে ফেরেন নি বোধ হয় ?

সরো। সোমবার বিকেলের আগে তাঁর এখানে ফেরার সম্ভাবনা নেই।

ধন। হাঁ, রবিবারটা তিনি সাধারণতঃ সহরেই কাটান। যে সব যুবকদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়েছে আমোদ করা, তিনি তাদের মধ্যে নন—যেরূপ শোনা যায় তাতে তাঁর দুর্ভাগ্য ভাইটিকে সেই দলের ব'লেই মনে হয়। এবং তিনি যে দিন সহরে যান, সে দিনই নাকি তাঁর সেই ভাইটির উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়! (উঠিয়া) কিন্তু এখন যাই—আর বিরক্ত করতে চাইনা। সন্ধ্যার সময় আবার আস্‌ব।

সরো। আসুন, আপনার সঙ্গে একটু ঘু'রে আসি। মনে হচ্ছে একটু মাথাই ধরেছে—বেড়ানো ভালোই হবে আশা করি।

ধন। সে বেশ তো, চলুন ঘুরে আসি—স্কুল পর্য্যন্ত যাওয়া যাবে।

সরো। চমৎকার হবে! কিঙ্কিণী, তুমি ব'সে ব'সে একটু ইতিহাসখানা দেখ। (ধনঞ্জয় ও সরোজনী নিষ্ক্রান্ত)

কিঙ্কিণী। (বই লইয়া টেবিলে ছুঁড়িয়া ফেলিল) চুলোয় যাক্ ইতিহাস, ভূগোল—চুলোয় যাক্ উপক্রমণিকা!

(মতির প্রবেশ)

মতি। বনানী বাবু এই মাত্র ষ্টেশন থেকে এসে পৌঁছেছেন, সঙ্গে জিনীষপত্রও রয়েছে।

কিঙ্কিণী। বনানী বাবু! কাকাবাবুর ছোট ভাই! কাকাবাবু যে সহরে গেছেন, তুমি বলেছ তাঁকে?

মতি। হাঁ, বলিছি। শুনে খুব নিরাশ হ'য়ে গেলেন বোধ হ'ল। বল্লুম আপনি মাষ্টারের কাছে বাগানে পড়্ছেন। তিনি বল্লেন আপনার সঙ্গে তাঁর গোপনে দু' একটি কথা আছে।

কিঙ্কিণী। এখানেই তাঁকে নিয়ে এস। আর দেখ, একটা ঘর পরিষ্কার ক'রে তাঁর থাক্‌বার জায়গা ক'রে দাও।

মতি। দিচ্ছি, দিদিমণি। (নিষ্ক্রান্ত)

কিঙ্কিণী। খারাপ লোকের সঙ্গে জীবনে কখনো দেখা হয়নি—কেমন যেন ভয় ভয় কচ্ছে! (নড়িয়া) দেখ্‌তে হয়ত অন্য দশ জনার মতই হবে। (অত্যন্ত স্ফূর্ত্তিযুক্ত এবং হাল্কা ভাবে অতুলের প্রবেশ) হাঁ, তাইতো!

অতুল। তুমিই বোধ হয় আমাদের ছোট্ট কিঙ্কিণীটি, না?

কিঙ্কিণী। আপনার অদ্ভুত রকম ভুল হচ্ছে। আমি তো ছোট্ট নই! আর এই বয়সের মেয়েদের পক্ষে আমি একটু বেশীই লম্বা বোধ হয়। তবে আমি আপনাদের কিঙ্কিণীই বটে। আপনি কাকাবাবুর ভাই—আমাদের সেই দুষ্ট কাকা বনানী।

অতুল। আমি বাস্তবিক দুষ্ট নই, কিঙ্কিণী। তুমি কখ্‌খনো সে রকম মনে ক'রো না।

কিঙ্কিণী। তা' যদি না হ'ন তাহ'লে আপনি নিশ্চয় এতদিন আমাদেরে ঠকিয়ে এসেছেন—এই দুষ্টুমির ভাণ ক'রে। আর সত্যি সত্যি ভালো থেকে আপনি

বোধ হয় দুমুখো জীবন যাপন ক'রে আস্‌ছেন—না ? সেটা যে ভারি কপটতা হয়েছে !

অতুল। (আশ্চর্য্য হইয়া তার দিকে চাহিল) ওঃ ! অবিশ্যি আমি একটু উচ্ছৃঙ্খলই ছিলুম।

কিঙ্কিণী। শুনে সুখী হলুম। উচ্ছৃঙ্খলতাটা আর যাই হউক, কপটতা হ'তে সেটাকে আমি অনেক শ্রেয়ঃ জ্ঞান করি।

অতুল। সত্যি, তুমি যখন একথা তুল্‌লে তখন আমাকে বল্‌তেই হবে যে আমি আমার ছোট খাটো বিষয়ে খুব খারাপই ছিলুম।

কিঙ্কণী। সেই সম্বন্ধে গর্ব্ব অনুভব করবার যদিও কোনো কারণ নেই অবিশ্যি—বরং অনুতপ্ত হবার কারণ থাক্‌লেও থাক্‌তে পারে, তবু তাতে বেশ মজা আছে নিশ্চয় !

অতুল। তোমার কাছে এখানে থাকাতে তার চাইতে অনেক বেশী আনন্দ আছে ! (বসিল)

কিঙ্কিণী। আপনি যে কি ক'রে এখানে এলেন আমি কিছুই ঠাহর ক'রে উঠ্‌তে পারছি না। কাকাবাবু তো সোমবার বিকেলের আগে ফিরছেন না।

অতুল। তা শুনে ভারি হতাশ হয়েছি, কারণ সোমবার সকালে আমাকে ফিরতেই হবে।

কঙ্কিণী। কাকাবাবু ফিরে না আসা পর্য্যন্ত আপনি থেকে

গেলেই ভালো হয়। আপনার স্থান পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে ওঁর বিশেষ কথা থাকাই সম্ভব।

অতুল। আমার কি ? (চকিত হইয়া)

কিঙ্কিণী। আপনার স্থান পরিবর্ত্তন। উনি আপনাকে করাচিতে পাঠাচ্ছেন।

অতুল। করাচি! (উঠিয়া পায়চারি) তার চেয়ে যে মরণ ভালো !

কিঙ্কিণী। বুধবার রাত্রে খাবার সময় তিনি বল্লেন—এ জীবন, পর জীবন কিম্বা করাচি—এর মধ্যে আপনাকে একটা বেছে নিতে হবে।

অতুল। আচ্ছা। (ফিরিয়া বসিয়া) পরজীবন কিম্বা করাচি সম্বন্ধে যতটুকু খবর জান্‌তে পেরেছি, তাতে মোটেই উৎসাহ হবার কথা নেই। কিঙ্কিণী, এ জীবনটিই আমাকে মানায় ভালো।

কিঙ্কিণী। হাঁ, কিন্তু তার জন্যে যতটুকু ভালো হওয়া দরকার আপনি তা আছেন কি ?

অতুল। তা হয়ত নেই। সেইজন্যেই তো তুমি আমাকে শুধ্‌রিয়ে নাও সেই কামনা কচ্ছি। কিঙ্কিণী, তোমার যদি আপত্তি না থাকে তুমি সেটিকেই তোমার জীবনের ব্রত ক'রে তুল্‌তে পার।

কিঙ্কিণী। কিন্তু আজ বিকেলে তার আমার সময় নেই।

অতুল। আচ্ছা, আজ বিকেলে আমাকে শোধ্‌রাণোর ভারটি

না হয় আমিই নিলুম, তাতে তো তোমার কোনো আপত্তি নেই ?

কিঙ্কিণী। তা দেখুন না চেষ্টা ক'রে।

অতুল। করব। এরি মধ্যে অনেকটা ভালো হ'য়ে গেছি ব'লে বোধ করছি।

কিঙ্কিণী। (উঠিয়া) আপনাকে বরং একটু বেশী খারাপই দেখাচ্ছে।

অতুল। সে আমি ক্ষুধার্ত্ত ব'লে।

কিঙ্কিণী। ওমা ! কি ভুলই হয়েছে ! (সরিয়া দরজার কাছে গেল ; অতুল পিছনে গেল) এ আমার আগেই ভাবা উচিত ছিল—যে নাকি সম্পূর্ণ নূতন রকম জীবন যাপন করতে ইচ্ছে কচ্ছে, তার পক্ষে নিয়মিত চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের খুব বেশী দরকার যে ! আসুন।

অতুল। বেশ। (কাছে গিয়া) তোমার খোপার একটা ফুল দেবে আমাকে ?

কিঙ্কিণী। (একটু থামিয়া) এই নিন্।

অতুল। না, এই সাদাটা নয়, লালটা চাই।

কিঙ্কিণী। কেন ?

অতুল। তোমার গায়ের রঙের সঙ্গে ওর সাদৃশ্য আছে তাই।

কিঙ্কিণী। আপনার এ রকম ভাবে কথা বলা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না ; আমার শিক্ষয়িত্রী তো এ রকম কথা আমাকে কখনো বলেন না।

অতুল। ওঁর হয়ত বয়স হয়েছে কিম্বা চোখ নেই। (কিঙ্কিণী গোলাপ দিল ; অতুল লইল) তোমার চেয়ে সুন্দরী কাউকে আমি এ পর্য্যন্ত দেখিনি !

কিঙ্কিণী। সেটা আপনার চোখের দোষ—কি আমার চেহারার দোষ, সেটা এখনও ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছিনা ; আমার শিক্ষয়িত্রী তো বলেন যে স্ত্রীলোকের সুন্দর চেহারা হয়েছে ফাঁদ বিশেষ।

অতুল। হাঁ, এবং তাতে প্রত্যেক সুবুদ্ধি পুরুষেরই আট্‌কা পড়া উচিত।

কিঙ্কিণী। ওঃ ! সুবুদ্ধি পুরুষকে আট্‌কাতে আমার যে খুব চেষ্টা হবে তা'তো বোধ হয় না। তাঁর সঙ্গে কি কথা বল্‌তে হবে তাই তো ভেবে পাবো না।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

সরোজিনী ও ধনঞ্জয়ের প্রবেশ।

সরো। (বসিয়া) কিঙ্কিণী কই ? আপনি বড় একা জীবনে, ধনঞ্জয় বাবু। আপনার বিয়ে ক'রে ফেলা উচিত। মানব-বিদ্বেষী বরং সম্ভব, কিন্তু স্ত্রী-বিদ্বেষী কি ক'রে হয় লোক !

ধন। কারণ ঘটে ব'লেই বোধ হয় হ'য়ে থাকে, কিন্তু জীবনের উচ্চ আদর্শ বজায় রাখ্‌তে গিয়েই আমি বিয়ে করিনি।

সরো। বিয়ে করাটা কি সেই আদর্শের পরিপন্থী ?

ধন। হয়ত সব সময় নয়—কিন্তু কোন্ সময় যে নয় তা জীবনের পথে বহুদূর অগ্রসর হ'য়ে হয়ত একদিন তার চোখে ফুটে ওঠে। তখন হয়ত আর ফিরবার পথ থাকে না। (সরোজিনীর দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে চাহিল।)

সরো। কিন্তু, কিঙ্কিণী কই গেল ? (উঠিয়া অগ্রসর)

ধন। (উঠিয়া পিছনে গিয়া) হয়ত আমাদের পিছন পিছন বেড়াতে গিয়েছে।

(বনমালীর প্রবেশ; তার মুখ মলিন, বেশ ভূষা অগোছানো— সরোজিনী অগ্রসর হইয়া গেল। বনমালী চোখে রুমাল দিল।)

সরো। বনমাল বা বু

ধন। বনমালী বাবু

সরো। আশ্চর্য্য ! সোমবার বিকেলের আগে তো আপনি ফিরবেন না জান্‌তুম।

বন। তাই ঠিক ছিল, কিন্তু আগেই চ'লে আস্‌তে হ'ল। ধনঞ্জয় বাবু, ভালো আছেন ?

ধন। হাঁ ! আপনি এমন কচ্ছেন কেন ? কিছু কি হয়েছে ?

বন। আমার ভাই—

সরো। উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে আরো কি লজ্জার বোঝা ও ঋণ চাপিয়েছেন ?

ধন। এখনো কি একটুকুও শোধ্‌রালেন না ?

বন। মরেছে ! (আবার চোখে রুমাল চাপিল)

ধন আপনার ভাই বনানী বাবু মারা গেছেন ?

বন। হাঁ।

সরো। ঠিক শিক্ষাটি হয়েছে ! আশা করি এতে কিছু উপকার হবে !

ধন। আপনার তো কষ্ট হওয়ারই কথা। আপনি তো সাধারণ ভাইদের মতন ছিলেন না—এমন দয়া এবং মহৎ অন্তঃকরণ !

বন। (রুমাল আরোপ) হায় ! বেচারি বনানী ! তার অনেক দোষ ছিল সত্যি, কিন্তু এমন দুঃখ আমার কপালে ছিল !

ধন। দুঃখ বৈ কি ! হাজার হ'লেও ভাইতো ! শেষ সময় কি আপনি কাছে ছিলেন ?

বন। না, বিদেশে—পশ্চিমে মারা গেছে। আমি গত রাত্রে এক তার পেয়েছিলুম।

ধন। কি ক'রে মারা গেলেন লেখা ছিল কি তাতে ?

বন। ডবল নিউমোনিয়া—একদিনেই সব শেষ !

ধন। শেষ তো সকলেরই আছে। ম'রে গেলে মানুষের জন্যে কষ্ট না হ'য়ে যায় না। গত সপ্তাহে স্কুলে মৃত্যু সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করেছিলুম। এরকম কত কথাই বলেছি আমি। ছেলেদেরে এই শনিবারে মৃত্যু সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখ্‌তে দেব।

বন। হাঁ, ভালো কথা, আপনার ভাই—সেই যে ম্যাজিষ্ট্রেট আপিসের কেরাণী বাবু—আছেন এখানে ?

ধন। হাঁ, এসেছে—দু'দিনের ছুটি। কেন ?

বন। নাম পরিবর্ত্তনের একটা দরখাস্ত পাঠাতে হবে তাকে দিয়ে।

ধন। কার নাম পরিবর্ত্তন—স্কুলের কোনো ছেলের কি ?

বন। না, আমারই নিজের।

ধন। আপনার নিজের ?

বন। হাঁ! ধরণী বাবুকে কখন বাড়ী পাওয়া যাবে—বিকেলে পাঁচটায় ?

ধন। হাঁ, পাবেন। (ঘড়ী খুলিয়া) বনমালী বাবু, এই শোকমগ্ন গৃহে আর বেশীক্ষণ থেকে আপনাদের অসুবিধা জন্মাতে চাই না। আমি শুধু এই অনুরোধ কচ্ছি সংসারের শোকে তাপে বেশী মুহ্যমান হবেন না। যাহা আমাদের কাছে ভীষণ দুর্ঘটনা ব'লে মনে হয়, তাই হয়ত দেবতার ছদ্মবেশী আশীর্ব্বাদ !

সরো। এটি যে আশীর্ব্বাদ সে তো পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে।

(কিঙ্কিণীর প্রবেশ।)

কিঙ্কিণী। কাকাবাবু! ফিরে এসেছ দেখে সুখী হলুম। তোমার মুখ চোখ এবং কাপড় চোপড়ের এমন ছিড়ি কেন ? যাও, বদ্‌লে এসো।

সরো। কিঙ্কিণী !

কিঙ্কিণী। কি হয়েছে কাকাবাবু? (বনমালী মুখ ফিরাইয়া চোখে রুমাল দিল) এমন কচ্ছ কেন? আবার কি দাঁত বেদনা আরম্ভ হ'লো নাকি? তোমাকে আশ্চর্য্য ক'রে দেবার মতন একটা জিনীষ আছে। (সরোজিনী ও ধনঞ্জয় সরিয়া অন্যদিকে চলিয়া গিয়াছে) খাবার ঘরে, কি বল তো? তোমার ভাই !

বন। কে?

কিঙ্কিণী। তোমার ভাই বনানী। এই আধ ঘণ্টা আগে এখানে এসেছেন !

বন। কি বক্‌ছিস্ ! আমার তো ভাই নেই !

কিঙ্কিণী। নাও, আর রাগ দেখাতে হবে না। যে রকম আচরণই ক'রে আসুক না কেন, তবু সে তোমার ভাই। তাকে অস্বীকার করবার মতন নির্দ্দয় কি ক'রে হবে ! আমি তাঁকে বেরিয়ে আস্‌তে বল্‌ছি। তাকে তোমার ক্ষমা করতে হবে। কেমন, করবে না কাকাবাবু? (নিষ্ক্রান্ত)

ধন। (অগ্রসর হইয়া) ভারি সুখবর তো !

সরো। ম'রে গেছিল শু'নে একভাবে প্রস্তুত হ'য়ে গেছিলুম—এখন ফিরে এসেছে জেনে যে কেমন কেমন লাগছে !

বন। খাবার ঘরে আমার ভাই ! এর মানে কি, কিছুই বুঝে

উঠ্‌তে পারছি না! অদ্ভুত ব্যাপার। (অতুল ও কিঙ্কিণীর প্রবেশ) ওঃ হয়েছে! (হাতে ইঙ্গিত করিয়া অতুলের প্রতি) যাও, যাও, চ'লে যাও।

অতুল। দাদা, সহর হ'তে এতদূর এলুম তোমার ক্ষমা চাইতে, তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর দিতে চাই না—এখন থেকে আমি ভালো হ'য়ে চল্‌ব—

(বনমালী কাছে না আসিয়া কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া রহিল)

বন। চ'লে যাও।

কিঙ্কিণী। (নিকটে আসিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া) কাকাবাবু, তুমি তোমার নিজের ভাইকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেবে?

বন। দূর ক'রে দেবো না তো কি? নির্লজ্জ কোথাকার! কেন সে এলো এখানে? সে বেশ জানে এখানে আসা তার কেমন কাজ হয়েছে!

কিঙ্কিণী। কাকাবাবু, ক্ষমা কর। প্রত্যেকের মধ্যেই কিছু না কিছু ভালো আছে। বনানী কাকা বল্‌ছিলেন তিনি কেমন তাঁর এক চিররোগী বন্ধুকে প্রায়ই দেখ্‌তে যান। (বনমালী পায়চারি করিতে লাগিল)

অতুল। অবিশ্যি আমি স্বীকার করি দোষ সম্পূর্ণ আমারই। কিন্তু এ আমাকে বল্‌তেই হবে যে দাদার বিমুখতা আমার কাছে অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ! এর চেয়ে ভালো

অভ্যর্থনা এখানে পাব আশা করেছিলুম—বিশেষতঃ এই যখন প্রথমবার এখানে এসেছি।

কিঙ্কিণী। (বনমালীকে টানিয়া অতুলের কাছে আনিয়া) কাকাবাবু, তুমি যদি এঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার না কর, তাহ'লে তোমাকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করব না। (দূরে যেখানে সরোজিনী ও ধনঞ্জয় দাঁড়াইয়া ছিল সেখানে গেল)

বন। তাহ'লে দেখ্‌ছি কর্ত্তেই হবে।

ধন। এমন সুন্দর পুনর্ম্মিলনটি দেখা বেশ আনন্দজনক! ভাই দু'টিকে এখন একা রেখে যাওয়াই উচিত বোধ হয়।

সরো। কিঙ্কিণী, তুমিও আমাদের সঙ্গে এস।

কিঙ্কিণী। নিশ্চয়! (বনমালী ও অতুল ব্যতীত সকলে নিষ্ক্রান্ত)

বন। (অতুলের হাত ধরিয়া) ওরে হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, পাজি! যত শীঘ্র সম্ভব এখান থেকে তোর বেরিয়ে যেতে হবে। এখানে আর রমাপদগিরি চালাতে হবে না।

(মতির প্রবেশ)

মতি। আজ্ঞে, বনানী বাবুর জিনীষপত্র আপনার ঘরের পাশের ঘরেই রেখেছি, ঠিক হয়েছে তো?

বন। কি?

মতি। ওঁর জিনীষপত্র, আজ্ঞে। আমি সব সাজিয়ে গুছিয়ে আপনার পাশের ঘরেই রেখেছি।

অতুল। (গায়ের চাদরটা আলনায় রাখিয়া) কিন্তু দুঃখের বিষয়—এক সপ্তাহের বেশী থাকৃতে পারব না এখানে। (কিঙ্কিণীর সন্ধান করিতে লাগিল)

বন। মতি,এখনি একটা গরুর গাড়ী ডেকে নিয়ে আয় তো, বনানী বাবুর এখনি সহরে যেতে হবে, খবর এসেছে।

মতি। যাই, আজ্ঞে। (নিষ্ক্রান্ত)

অতুল। (বনমালীর দিকে ফিরিয়া) বনমালী, কিঙ্কিণী বেশ মেয়ে !

বন। তোমাকে 'কিঙ্কিণী' 'কিঙ্কণী' করতে হবে না ব'লে দিচ্ছি—এ আমার ভালো লাগেনা।

অতুল। যাও, তুমি একবার কাপড় চোপড়টা ছেড়ে এসোনা—তোমার অতিথি তো রয়েইছে কিছুদিন।

বন। এখানে অতিথি ফতিথি হ'য়ে কিছুদিন থাকৃতে হবে না, তা তোমাকে পরিষ্কার ব'লে দিচ্ছি। তোমাকে যেতে হবে এই চারটার গাড়ীতেই।

অতুল। তোমার শরীরটা ভারি খারাপ দেখাচ্ছে, এই অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে হঠাৎ আমি চ'লে যেতে পারব না। ভেবে দেখতো তুমিই আমাকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে যেতে পারতে কি না ? সে যে ভারি নিষ্ঠুরের মত কাজ হ'তো !

বন। আচ্ছা, বেশ—আমি চান্ ক'রে কাপড় চোপড় ছেড়ে এলে তুমি চ'লে যাবে ?

অতুল। হাঁ, খুব বেশী দেরী যদি না কর। তোমার মত ঢিলে লোক খুব কম আছে জানো তো। অথচ দেরী ক'রে সাজগোঁজ ক'রে তোমার যা চেহারাটি বেরোয়, দেখ্‌লে কান্না আসে!

বন। তোমার মত ফুলবাবু সাজার চেয়ে সে ঢের গুণে ভালো।

(নিষ্ক্রান্ত)

অতুল। (স্বগত) কিঙ্কিণীকে আমি ভালোবেসেছি। দেখা না ক'রে তার সঙ্গে যাওয়া যায় না। (কিঙ্কিণীর প্রবেশ) এ্যাঁ, এইতো সে!

কিঙ্কিণী। ওঃ, আমি শুধু ফুলগাছগুলোতে জল দিতে এসেছি। আমি ভেবেছিলুম আপনি কাকাবাবুর কাছেই আছেন।

অতুল। উনি আমার জন্যে গরুর গাড়ী ব্যবস্থা করেছেন। একেবারে শিংওয়ালা জুড়ি গাড়ী ক'রে আমায় বিদায় কর্ব্বেন!

কিঙ্কিণী। কেন, গরুর গাড়ী ক'রে কি কেউ আবার বেড়ায় নাকি?

অতুল। আমাকে জিনিষপত্র শুদ্ধ ষ্টেশনে পাঠাবার উদ্যোগ হচ্ছে।

কিঙ্কিণী। তাহ'লে আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে! (বসিল)

অতুল। (কিছুক্ষণ থামিয়া) তাইতো মনে হয়। (পাশে বসিল)

(মতির প্রবেশ)

মতি। গরুর গাড়ী এসেচে, আজ্ঞে।

কিঙ্কিণী। একটু দাঁড়াক না, মতি! (উঠিল) এই পাঁচ মিনিট।

মতি। আচ্ছা—বলি গিয়ে। (নিষ্ক্রান্ত)

অতুল। (ঘড়ী খুলিয়া উঠিল) কিঙ্কিণী, তুমি সব রকমেই পূর্ণ পরিণতির আধার একথা যদি তোমাকে বলি তাহ'লে আশা করি তুমি আমাকে ক্ষমা করবে।

কিঙ্কিণী। আপনার সরলতা প্রশংসনীয়; যদি অনুমতি করেন তাহ'লে আপনার কথা কয়টি আমি আমার ডায়রীতে টুকে রাখি। (টেবিলের কাছে গিয়া ডায়রীতে লিখিতে প্রবৃত্ত)

অতুল। তুমি কি সত্যি সত্যি ডায়রী রাখ? (কাছে আসিয়া বসিয়া) আমার ভারি দেখ্‌ছে ইচ্ছে হচ্ছে। দেখ্‌ব কি?

কিঙ্কিণী। না, না! (ডায়রীর পাতার উপর হাত রাখিল) এ শুধু একটি ছোট্ট মেয়ের চিন্তা ও ভাবধারার অনুলিপি, কাজেই দশজনের চোখে পড়্‌বার মতন নয়। কিন্তু দেখুন, আপনি থামবেন না, ব'লে যান—dictation লিখ্‌তে আমার বেশ লাগে—"পূর্ণ পরিণতির আধার" এই পর্য্যন্ত লিখেছি—তারপর ব'লে যান—আমি প্রস্তুত।

অতুল। (খুব দ্রুত বলিয়া যাইতে লাগিল) কিঙ্কিণী, তোমার অত্যাশ্চর্য্য এবং অতুল্য সৌন্দর্য্য দেখা অবধি আমি তোমাকে দুর্দ্দম্য আবেগের সহিত আমার হৃদয়ের পূত শ্রদ্ধাপ্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হতাশভাবে তোমাকে ভালোবাস্‌তে আরম্ভ করিছি !

কিঙ্কিণী। আমার মনে হয়, আপনি যে আমাকে দুর্দ্দম্য আবেগের সহিত, হৃদয়ের পূত শ্রদ্ধাপ্রীতির পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হতাশ ভাবে ভালোবাস্‌তে আরম্ভ করেছেন,—সেটা বলা আপনার ঠিক হয়নি।

অতুল। কিঙ্কিণী! (উঠিয়া, টেবিলের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া)

(মতির প্রবেশ)

মতি। আজ্ঞে, গরুর গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে।

অতুল। (উঠিয়া নড়িয়া) আগামী সপ্তাহে, ঠিক এই দিনে, এই সময়ে আস্‌তে ব'লে দাও।

মতি। (কিঙ্কিণীর প্রতি চাহিল—কিঙ্কিণী কিছু বলিল না) আচ্ছা, ব'লেদি।

(নিষ্ক্রান্ত)

কিঙ্কিণী। (উঠিয়া নড়িয়া) কাকাবাবু এই কথা শুনে বিরক্ত হবেন।

অতুল। তা হউক, আমি কেয়ার করি না। তুমি ছাড়া আর কারু কথায় আমার কিছুমাত্র এসে যাবে না। আমি

তোমাকে ভালোবাসি, কিঙ্কিণী। তুমি আমাকে বিয়ে করবে—কেমন, করবে না ?

কিঙ্কিণী। ভারি বোকা তো আপনি ! কেন, তিন মাস ধ'রেই তো সে কথা ঠিক হ'য়ে আছে !

অতুল। তিন মাস ধ'রে !

কিঙ্কিণী। হাঁ। এই বেস্পতিবারে ঠিক তিন মাস হবে।

অতুল। (টেবিলের উপর বসিয়া) কিন্তু কি ক'রে কথা ঠিক হ'য়ে রইলো ?

কিঙ্কিণী। (সোফায় বসিয়া) যেদিন থেকে কাকাবাবু বল্লেন তাঁর একটি দুষ্ট ছোট ভাই আছে, সেদিন থেকেইতো আপনিই আমাদের কথা বার্ত্তার প্রধান বিষয় হ'য়ে গেছেন ! আর কথাবার্ত্তার প্রধান বিষয় যে হয়, তার আকর্ষণও বেশী থাকে। তার মধ্যে কিছু না কিছু একটা রয়েছে লোকে ভাবে। অবিশ্যি আমার এ ভারি বোকামি হয়েছে, কিন্তু সেদিন থেকেই তো বনানী বাবুর সঙ্গে আমি প্রেমে প'ড়ে গেছি !

অতুল। কিঙ্কি ! আর কথা কখন ঠিক হ'লো ?

কিঙ্কিণী। কেন, গত ১৪ই এপ্রিল। আপনি আমার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই কিছু জানেন না, সেটা ভেবে ভেবে হতাশ হ'য়ে একদিন ভাব্‌লুম—অনেক অন্তর্যুদ্ধের পর ঠিক কল্লুম যে আজই এস্পার ওস্পার একটা কিছু ক'রে ফেল্‌ব। সেই দিনই আপনার নামে একটা আংটী

কিনে আন্‌লুম, এবং আমি আপনার কাছে—অবিশ্যি কল্পনায় আপনাকে সাম্‌নে দাঁড় করিয়ে—প্রতিজ্ঞা করলুম যে আমাদের বাক্‌দানের চিহ্ন স্বরূপ এই আংটী আমি চিরকাল যত্নের সহিত ব্যবহার করব।

অতুল। আমিই তোমাকে এ দিয়েছি নাকি? খুব সুন্দর—কেমন, না?

কিঙ্কিণী। (উঠিয়া) হাঁ—আপনার চমৎকার রুচি! আপনার দুষ্ট জীবন যাপন করার পক্ষে এই অজুহাতই তো বরাবর আমি দিয়ে এসেছি। (টেবিলের কাছে গিয়া) আর এই বাক্সে আপনার সব চিঠিপত্র আমি রেখে থাকি। (জানু পাতিয়া বসিয়া বাক্স খুলিল এবং রেশমী ফিতায় বাঁধা চিঠির তাড়া বাহির করিল)

অতুল। আমার চিঠি! (দাঁড়াইয়া) কিন্তু কিঙ্কিণী আমার, আমিতো তোমাকে কোনো চিঠি লিখি নাই!

কিঙ্কিণী। সে আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবার আর দরকার নেই। সে আমি বেশ জানি যে আপনার চিঠি আপনার হ'য়ে আমিই লিখ্‌তে বাধ্য হয়েছি। সপ্তাহে তিন দিন লিখেছি, কোনো কোনো সপ্তাহে বেশী।

অতুল। আচ্ছা, কিঙ্কিণী, আমাকে এগুলো পড়্‌তে দেবে?

কিঙ্কিণী। (বসিয়া) না, না, সে কি ক'রে হয়! প'ড়ে যে আপনি গর্ব্বে একেবারে ফু'লে উঠ্‌বেন! (বাক্স বন্ধ

অতুল। (কাছে গিয়া জানু পাতিয়া বসিয়া) তুমি ভারি সুন্দর, কিঙ্কিণী !

কিঙ্কিণী। আমাকে সুন্দরী ব'লে আপনার ভ্রম হয়নি তো ?

অতুল। না, না, কিঙ্কিণী, এ যদি ভ্রম হয় তাহ'লে আমার সারাজীবনটাই ভ্রম !

কিঙ্কিণী। তোমার চুলগুলো তো বেশ সুন্দর কোকড়া,— আপনিই হয়েছে, না ? (অতুলের চুলের ভিতর দিয়া আঙ্গুল চালাইতে লাগিল)

অতুল। হাঁ, তবে একটু চেষ্টারও দরকার হয়েছে।

কিঙ্কিণী। বেশ ! তুমি যে সুপুরুষ সেটা আমি স্পর্দ্ধা ক'রে বল্‌তে পারি।

অতুল। আমাদের এই বাক্‌দান আর ভাঙ্‌বে না, কিঙ্কিণী ?

কিঙ্কিণী। না, কল্পনায় গড়া জিনীষ অনেক সময়ে বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যায় বটে, কিন্তু এখন যখন দেখা তোমার সঙ্গে, তখন আর ভাঙ্‌তে হবে কেন ? আর তা' ছাড়া তোমার নামটি ভারি চমৎকার !

অতুল। (কিঙ্কিণীর কাঁধে মাথা রাখিয়া) হাঁ, অবিশ্যি (একটু থতমত খাইয়া)

কিঙ্কিণী। তুমি শুনে হেসো না—কিন্তু আমার বালিকা বয়সের এই স্বপ্নই ছিল বরাবর যে বনানী নামে কাউকে ভালো বাস্‌বো। (উভয়ে উঠিয়া সরিয়া দাঁড়াইল) নামটিতে একটি মোহ, একটি চমৎকার সঙ্গীত

আছে! যে সব বিবাহিতা স্ত্রীদের স্বামীর নাম বনানী নয়, তাদের প্রতি আমার অনুকম্পা হয়!

অতুল। কিন্তু, কিঙ্কিণী, তুমি কি একথা বল্‌তে চাও যে আমার যদি অন্য কোন নাম হ'তো, তাহ'লে তুমি আমাকে ভালোবাস্‌তে পারতে না?

কিঙ্কিণী। অন্য কি নাম?

অতুল। এই—যে কোনো নাম—মনে করনা, আতুলানন্দ—

কিঙ্কিণী। না, এই অতুরানন্দ ফতুরানন্দ আমার ভালো লাগে না। (সরিয়া গেল—অতুল অনুসরণ করিল)

অতুল। কিঙ্কিণী, অতুলানন্দ নামে তোমার যে কি আপত্তি হ'তে পারে তা'-তো বুঝ্‌ছি না। এটা তো তেমন কিছু খারাপ নাম নয়। বরং একটু বেশ আভিজাত্যের গন্ধ আছে এতে! কিন্তু সত্যি, কিঙ্কিণী, আমার নাম যদি সত্যি সত্যি অতুলানন্দ হ'তো, তবে কি তুমি আমাকে ভালোবাস্‌তে পারতে না?

কিঙ্কিণী। আমি তোমাকে সম্মান করতে পারতুম, আমি তোমার চরিত্রের প্রশংসা কর্‌তে পারতুন, বনানী বাবু, কিন্তু তোমাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসা হয়ত সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌তো না!

অতুল। হুঁ; আচ্ছা, কিঙ্কিণী, ম্যাজিষ্ট্রেটের আপিসের কেউ থাকে এদিকে?

কিঙ্কিণী। কেন? ধনঞ্জয় বাবুর ভাই-ইতো ম্যাজিষ্ট্রেট আপিসের কেরাণী।

অতুল এই ধনঞ্জয় বাবুর ভাই? হাঁ, আমার একটু দরকার আছে, ধনঞ্জয় বাবুর সঙ্গে একটু দেখা ক'রে আস্‌ছি, এখনি ফির্‌ব। (নিষ্ক্রান্ত)

কিঙ্কিণী। ভারি পাগ্‌লাটে! কখন কি মনে হয় ঠিক নেই! কি সুন্দর চুলগুলি তার! সে যে প্রস্তাব করেছে আমার ডায়রীতে তা' লিখে রাখ্‌তে হবে। (বসিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত)

(মতির প্রবেশ।)

মতি। সমুজ্জ্বলা নামে একজন স্ত্রীলোক বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন। কাজটা নাকি খুব জরুরি।

কিঙ্কিণী। উনি বোধ হয় ওঁর পড়্‌বার ঘরে।

মতি। না, উনি ধনঞ্জয় বাবুর বাসার দিকে গেছেন।

কিঙ্কিণী স্ত্রীলোকটিকে এখানেই নিয়ে এস। কাকাবাবু শীঘ্রই ফির্‌বেন। চা নিয়ে এস।

মতি। আন্‌ছি, দিদিমণি। (নিষ্ক্রান্ত)

কিঙ্কিণী সমুজ্জ্বলা! কল্‌কাতা কাকাবাবু যে সব জনহিতকর কাজ ক'রে থাকেন তারি সংশ্রবের কোনো বুড়ো মেয়েলোক হবে। এই জনহিতকর কাজে জড়িত মেয়েলোকদের আমি দু' চোখে দেখ্‌তে পারি না। ওদের ন্যাকামি দেখ্‌লে রাগ হয়! (উঠিয়া পায়চারি)

(মতির প্রবেশ ।)

মতি । সমুজ্জ্বলা ঠাকুরুণ ।

(সমুজ্জ্বলার প্রবেশ—মতি নিষ্ক্রান্ত ।)

কিঙ্কিণী । (অগ্রসর হইয়া) আমার পরিচয়টা আপনাকে আগেই দিয়ে দিচ্ছি । আমার নামই কিঙ্কিণী ।

সমু । কিঙ্কিণী ! (কাছে গিয়া তার কাঁধে হাত দিয়া) কি মিষ্টি নাম ! আমাকে যেন কিসে ব'লে দিচ্ছে আমাদের মধ্যে খুব ভাব হবে । তোমাকে যে কেমন ভালো লাগ্‌ছে তা মুখে বল্‌তে পারি না । লোকের প্রথম যে ধারণা হয় তা কখনো ভুল হয় না ।

কিঙ্কিণী । এই অল্পক্ষণের পরিচয়েই আপনি যে আমাকে এতটা পছন্দ ক'রে ফেলেছেন, তাতে খুব খুসি হলুম । (থামিয়া) বসুন ।

সমু । (এখনো দাঁড়াইয়া) কিঙ্কিণী, আমি প্রথম থেকে তোমাকে 'তুমি' ব'লেই ডাক্‌লুম ।

কিঙ্কিণী । সে বেশ তো । ঘনিষ্ঠতার সম্বোধনই তো এটা ।

সমু । তুমিও আমাকে 'তুমি' ব'লো—কেমন, বল্‌বে না ?

কিঙ্কিণী । আপনার ইচ্ছা হ'লে বল্‌ব ।

সমু । তাহ'লে এই ঠিক হ'লো, কেমন ?

কিঙ্কিণী । হাঁ ।

(উভয়ে থামিল—দু'জনেই পাশাপাশি বসিল)

সমু । এখন আমি কে তোমাকে বলি । আমার পিতামাতা

নেই ; পিসেমশায় ব্রজসুন্দর বাবু কৌন্‌সিলের মেম্বার, ধনী লোক। পিসীমা-ই আমাকে ছেলেবেলা থেকে পাল্‌ছেন, তুমি পিসেমশাইর নাম শোননি ?

কিঙ্কিণী। বোধ হয় না।

সমু। ছেলেবেলা থেকে কল্‌কাতায় মানুষ হ'য়ে বাহিরের পৃথিবী সম্বন্ধে অনেকটা অজ্ঞই র'য়ে গেছি। মনের দৃষ্টি এবং চোখের দৃষ্টি দুটিই ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ; চশ্‌মার ভিতর দিয়ে মানুষকে অনেকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখাটা আমার অভ্যাস, কিছু মনে ক'রোনা।

কিঙ্কিণী। না, কিছু মনে করব কেন ! কেউ আমার দিকে চেয়ে থাকে সে আমার ভালোই লাগে।

সমু। (অনেকক্ষণ পরে কিঙ্কিণীকে ভালো করিয়া দেখিয়া) তুমি এখানে কিছুদিনের জন্যে আছ বোধ হয় ?

কিঙ্কিণী। না, না ; আমি এখানেই থাকি।

সমু। (কঠিন ভাবে) তাই নাকি ? নিশ্চয়ই তোমার মা কিম্বা বেশী বয়সের তোমার কোনো আত্মীয়া এখানে তোমার সঙ্গে থাকেন।

কিঙ্কিণী। না, না ! আমার মা নেই—কোনো আত্মীয়াও নেই।

সমু। ওঃ !

কিঙ্কিণী। আমার অভিভাবক, শিক্ষয়িত্রী সরোজিনী দিদির সাহায্যে এখানে আমার তত্ত্বাবধান করেন।

সমু। তোমার অভিভাবক ?

কিঙ্কিণী। হাঁ, দাস মশাই-ই আমার অভিভাবক।

সমু। (স্বগত) কই, তিনি যে কারু অভিভাবক একথাটিতো আমাকে বলেন নি! এত গোপনীয়তাই বা কিসের! ওঁর সম্বন্ধে রহস্য যে ঘণ্টায় ঘণ্টায়ই বেড়ে যাচ্ছে! এই খবর শুনে যে আমি অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ কচ্ছি—তা নিশ্চয় ক'রে বল্‌তে পারি না। (উঠিয়া পায়চারি) (উচ্চে) তোমাকে আমার বেশ লাগে, কিঙ্কিণী! কিন্তু এখন যখন জান্‌লুম যে তুমি দাস মশায়ের তত্ত্বাবধানে লালিত পালিত হচ্ছ, তখন তোমাকে একথা না ব'লে পারি না যে এরচেয়ে তোমার বয়স বেশী দেখ্‌লেই আমি খুসি হতুম—আর তোমার চেহারাটি এমন সুন্দর না হ'লেই ভালো ছিল! আর সত্যি, সরলভাবে যদি বলি—

কিঙ্কিণী। তাই বলুন! আমি জানি অপ্রীতিকর কিছু বল্‌তে গেলে লোকের সরল হওয়াই উচিত।

সমু। হাঁ, সরল ভাবে বল্‌তে গেলে, কিঙ্কিণী, এই কথাই বল্‌তে হয় যে তোমার বয়স পঁয়ত্রিশ এবং বয়সের সঙ্গে চেহারাটিও নেহাৎ সাদাসিধে গোছের হ'লেই আমি খুসি হতুম। বনানী বাবুর বেশ দৃঢ়, ঋজু প্রকৃতি। যা সত্য এবং খাঁটি তাই তাঁর প্রাণ! কিন্তু মহত্তম নৈতিক চরিত্রের লোকেরাও শারীরিক সৌন্দর্য্যের মোহ কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে না।

কিঙ্কিণী। কি, কি বল্লেন আপনি ? 'বনানী বাবু' বল্লেন না ?

সমু। হাঁ।

কিঙ্কিণী। কিন্তু বনানীদাস তো আমার অভিভাবক নন্! তাঁর ভাই—তাঁর বড় ভাই!

সমু। বনানী বাবু তো আমাকে কখনো বলেননি তাঁর এক ভাই আছে!

কিঙ্কিণী। দুঃখের বিষয় দুই ভাইয়ের মধ্যে অনেকদিন থেকেই প্রীতির ভাব নেই।

সমু। হাঁ, সেই কারণই হবে, এখন মনে হচ্ছে—তাকে কখনো ভাইয়ের কথা উল্লেখ করতে শুনিনি—বিষয়টা অনেকের কাছেই রুচিকর নয়। তুমি নিশ্চয় ক'রে বল্‌ছো তো যে শ্রীযুক্ত বনানীদাস তোমার অভিভাবক নন্ ?

কিঙ্কিণী। নিশ্চয়। (থামিল) তবে আমিই তাঁর অভিভাবক —না, না, সংস্কৃত ব্যাকরণ ভু'লে যাচ্ছিলুম— অভিভাবিকা হ'তে যাচ্ছি।

সমু। (জিজ্ঞাসার স্বরে) কি রকম ?

কিঙ্কিণী। (একটু লজ্জিতা হইয়া) দিদি, তোমার কাছে গোপন করব না। বনানী বাবুর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ঠিক হ'য়ে গেছে।

সমু। (উঠিয়া নড়িয়া অত্যন্ত নম্র ভদ্রভাবে) বোন্ কিঙ্কিণী আমার, আমার মনে হয় তোমার একাধটুকু ছোট-

খাটো ভুল হ'য়ে থাক্‌বে—শ্রীযুক্ত বনানীভূষণ দাসের সঙ্গে আমারই বিয়ের কথা ঠিক হ'য়ে গেছে।

কিঙ্কিণী। (উঠিয়া নড়িয়া নম্র ভদ্রভাবে) আমার মনে হয় আপনারই একটা ভ্রান্ত ধারণা হয়েছে! বনানী বাবু এইমাত্র দশ মিনিট আগে আমার কাছে প্রস্তাব করেছেন। (ডায়রী দেখাইল)

সমু। (যত্নপূর্ব্বক চশ্‌মার ভিতর দিয়া ডায়রী পরীক্ষা করিয়া) ভারি মজার কথা তো! কাল বিকেলে সাড়ে পাঁচটায় যে তিনি আমারই কাছে এই প্রস্তাব কর্‌লেন! আপনি যদি তার প্রমাণ চান্‌তো দেখুন; আমি ডায়রী না নিয়ে কোথাও যাই না! (ডায়রী বাহির করিল) আপনি একটু নিরাশ হ'তে পারেন—কিন্তু দুঃখের সহিত বল্‌তে হচ্ছে আমারই অগ্রবর্ত্তী দাবী।

কিঙ্কিণী। আপনার যদি মানসিক কোনো যন্ত্রণা উপস্থিত হ'য়ে থাকে তো জান্‌বেন আপনার প্রতি আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, কিন্তু এ কথা আমি বল্‌তে বাধ্য যে আপনার কাছে তিনি যদি আগে প্রস্তাব ক'রেই থাকেন, তবে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি পরে তার মত বদ্‌লিয়েছেন।

সমু। (চিন্তা করিয়া) বেচারি যদি প্রবঞ্চিত হ'য়ে নির্ব্বোধের মত কোনো অঙ্গীকার ক'রেই থাকে তো আমার

কর্ত্তব্য হবে তাকে এই মুহূর্ত্তেই উদ্ধার করা—দৃঢ়, নির্ম্মম হস্তে উদ্ধার করা। (কিছু নড়িয়া দাঁড়াইল)

কিঙ্কিণী। (চিন্তিত এবং দুঃখিতভাবে কিছু নড়িয়া) আমার প্রিয়টি যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পূর্ব্বেই কোনো ফাঁদে জড়িয়ে থাকে, তবে আমাদের বিয়ে হওয়ার পর এই নিয়ে তাকে আমি তিরস্কার করতে চাই না।

সমু। (নড়িয়া) আপনি কি আমাকে ইঙ্গিত কচ্ছে্ন ফাঁদে জড়ানোর কথা ব'লে ? এ আপ্‌নার ধৃষ্টতা ! এ রকম ব্যাপারে নৈতিক কর্ত্তব্য হয়েছে মন খু'লে কথা বলা—আর সে রকম বলাতেই সুখ।

কিঙ্কিণী। (নড়িয়া সমুজ্জলার কাছে গিয়া) আপনি কি এই ইঙ্গিত কচ্ছে্ন যে বনানী বাবুকে আমি প্রতারিত ক'রে এতে জড়িয়েছি ? কোন্ সাহসে আপনি একথা বল্লেন ? এ·রকম সময় ভদ্রতার পাত্‌লা মুখোস প'রে থাকা আমার কর্ম্ম নয়। তা আমার স্পষ্ট কথা।

(মতির প্রবেশ—হাতে একটি ট্রেতে চা, জলখাবার জিনীষ ইত্যাদি—সমুজ্জলা কি প্রত্যুত্তর করিতে যাইতেছিল—উভয়েই মতিকে দেখিয়া চাপা ক্রোধে গুম্‌রাইতে লাগিল।)

সমু। (ব্যঙ্গের সুরে) এ আমি জানিয়ে দিচ্ছি যে গ্রাম্য-জনোচিত স্পষ্ট কথা বলার অভ্যাসটা আমার কোনো কালেই নাই। আমরা দুই বিভিন্ন

সমাজেই লালিত পালিত হয়েছি, সে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

মতি। চা, খাবার কি বরাবরের মত রেখে যাব, দিদিমণি ?

কিঙ্কিণী। (দৃঢ় কণ্ঠে) হঁা, বরাবরের মত।

(মতি সব ঠিক করিয়া রাখিতে লাগিল। উভয়ে অনেকক্ষণ নীরব রাহয়া পরস্পরের দিকে আড় চোখে চাহিতে লাগিল, তারপর সুদূর ভদ্রতা রক্ষা করিয়া কথা চলিতে লাগিল।)

সমু। (নড়িয়া চারিদিকে চাহিয়া) বাগানটি তো বেশ !

কিঙ্কিণী। আপনার ভালো লেগেছে শুনে খুসি হলুম !

সমু। বাগানে যে ফুল আছে তা আমার মনে হয় নি।

কিঙ্কিণী। পাড়াগাঁয়ে ফুলের অভাব কি—কল্‌কাতায় এক ঝুড়ি মাটিও যে পয়সা দিয়ে কিন্‌তে হয় কি না, সেখানে ফুল জন্মান কষ্টকর-বই কি ?

(নানারকমের খাবারের প্লেট লইয়া অন্য একটি ভৃত্যের প্রবেশ। সব রাখিয়া ভৃত্য নিষ্ক্রান্ত।)

সমু। আমার নিজের মনের কথা বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, পাড়াগাঁয়ে যে কেউ থাক্‌তে পারে না, অবশ্যি সে কেউ যদি যে-কেউ না হয়। পাড়া গাঁ দেখ্‌লেই তো আমার গা জ্ব'লে যায় ! (বসিল)

কিঙ্কিণী। তাহ'লে এত চেষ্টা ক'রে পাড়াগাঁ দেখ্‌তে না এলেই হ'তো ! সহুরে লোকদের এ রোগ আছে

শুনিছি ! একটু চা খাবেন কি ? (বসিয়া চা ঢালিতে লাগিল)

সমু। (অতিরিক্ত ভদ্রতার সহিত) ধন্যবাদ ! (স্বগত) কি ঘৃণ্য ছুড়ীটা ! কিন্তু চা চাই যে !

কিঙ্কিণী। (মধুরভাবে) চিনি ?

সমু। (উদ্ধতভাবে) না, দরকার নেই। চিনির **Fashion** নেই আজকাল।

(কিঙ্কিণী একটু ক্রোধের সহিত তার দিকে চাহিল এবং চারি চামচ চিনি মতি কর্ত্তৃক ধৃত পাত্রে ঢালিল।)

কিঙ্কিণী। (কঠিনভাবে) কেইক, না রুটি মাখন ?

সমু। (বিরক্তির ভঙ্গীতে) রুটি মাখন দিন্ (কিঙ্কিণী ট্রেতে রুটি মাখন রাখিতে প্রবৃত্ত) আজকালকার ভদ্র সমাজে কেইকটা বড় দেখা যায় না। (কিঙ্কিণী কেইক মতি কর্ত্তৃক ধৃত ট্রেতে রাখিল , মতি চা, প্লেইট ইত্যাদি দুইদিকে সাজাইয়া চালিয়া গেল—সমুজ্জ্বলা চাতে চুমুক দিয়াই বিকট মুখভঙ্গী করিয়া উঠিল এবং পেয়ালা রাখিয়া দিল ; পরে হাত বাড়াইয়া প্লেইট টানিয়া দেখিল তাহাতে কেইক ; তখন সে রাগিয়া উঠিয়া পড়িয়া দূরে সরিয়া গেল।) আপনি আমার চাতে ঢেলা ঢেলা চিনি ফেলেছেন, আর পরিষ্কার কণ্ঠে আমার রুটি মাখন চাওয়া সত্ত্বেও আপনি আমাকে কেইক দিয়েছেন ! (দু'জনেই তাদের পেয়ালা রাখিয়া দিল) আমার ব্যবহারের নম্রতা এবং

আমার প্রকৃতির অসামান্য মাধুর্য্যের কথা সকলেই জানে, কিন্তু আপনাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি— বাড়াবাড়ি করবেন না।

কিঙ্কিণী। (উঠিয়া) নির্দ্দোষ বেচারিকে অন্য যে কোনো মেয়ের অন্যায় কৌশল থেকে রক্ষা করতে আমি সব করতে পারি।

সমু। আপনাকে প্রথম দেখা অবধিই আপনার প্রতি আমার মন বিরূপ হ'য়ে যায়। তখনই আমি অনুভব করি আপনি শঠ, প্রতারক! এসব বিষয়ে আমার কোনো দিনই ভুল হয় না। মানুষ সম্বন্ধে আমার প্রথম ধারণা প্রত্যেক জায়গায়ই ঠিক হয়। (পায়ে মাটিতে আঘাত করিয়া)

কিঙ্কিণী। মনে হচ্ছে আপনার মস্তিষ্কের কিছু গোলযোগ ঘটেছে! দরকার বোধ কল্লে মাথায় কিছু জল দিয়ে আস্‌তে পারেন।

(সমুজ্জ্বলা রাগিয়া তারদিকে চাহিতে চাহিতে দূরে গেল—বনমালীর প্রবেশ।)

সমু। বনানী বাবু! বনানী বাবু! (তার উপর গিয়া পড়িল)

বন। সমু আমার! (চুম্বন করিতে উদ্যত)

সমু। (সরিয়া গিয়া) দাঁড়ান! এই মেয়েটিকে আপনি বিয়ে করবেন ব'লে কথা দিয়েছেন কি না, তা কি আমি জিজ্ঞেস করতে পারি?

বন। (হাসিয়া) আমাদের ছোট্ট কিঙ্কিণীকে! কি যে বল! নিশ্চয়ই নয়! তোমার মাথায় একথা ঢুক্‌ল কি করে?

সমু। আর দরকার নেই—এখন পার। (চুম্বনের জন্য গাল অগ্রসর করিয়া দিল)

কিঙ্কিণী। (মধুরভাবে) আমি জান্‌তুম একটা ভুল হয়েছে। যে ভদ্রলোকটি আপনাকে এখন আদর করলেন, তিনিই হচ্ছেন আমার অভিভাবক—শ্রীযুক্ত বনমালী দাস।

সমু। কি বল্লেন?

কিঙ্কিণী। ইনিই আমার কাকাবাবু—বনমালী দাস।

সমু। (কয়েক পা পিছাইয়া) বনমালী! এঁ্যা!

(অতুলানন্দের প্রবেশ।)

কিঙ্কিণী। এই তো বনানী বাবু!

অতুল। (অন্য কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া সোজা কিঙ্কিণীর কাছে গেল) প্রিয়ে! (চুম্বনোদ্যত)

কিঙ্কিণী। (সরিয়া গিয়া) দাঁড়ান! বনানী বাবু, এই মেয়েটিকে আপনি বিয়ে করবেন ব'লে কথা দিয়েছেন কিনা, তা কি আমি জিজ্ঞেস্ করতে পারি?

অতুল। (চারিদিকে চাহিয়া) কোন্ মেয়েটিকে? সমুজ্জ্বলা! (হাসিয়া) কি যে বল! নিশ্চয়ই নয়! তোমার মাথায় একথা ঢুক্‌ল কি ক'রে?

কিঙ্কিণী। আর দরকার নেই। এখন পার। (চুম্বনের জন্যে গাল অগ্রসর করিয়া দিল ; অতুল চুম্বন করিল)

সমু। (অগ্রসর হইয়া) একটা কিছু ভুল হয়েছে তা আমি আগেই ভেবেছিলুম। যে ভদ্রলোকটি আপনাকে এখন আদর করলেন, তিনি আমার অতুল দা'— শ্রীযুক্ত অতুলানন্দ বসু।

কিঙ্কিণী। (অতুল হইতে কয়েক পা সরিয়া গিয়া) অতুলানন্দ বসু ! এঁ্যা ! আপনার নাম কি অতুলানন্দ ?

অতুল। তা—আমি অস্বীকার করতে পারি না।

কিঙ্কিণী। ওঃ ! (সমুজ্জ্বলার কাছে গেল ; দু'জনেই দু'জনের দিকে অগ্রসর হইয়া এবং যেন উভয়ের রক্ষার জন্য পরস্পর গলা জড়াইয়া ধরিল)

সমু। আপনার নাম কি সত্যি বনমালী ?

বন। (গর্ব্বিত ভাবে দাঁড়াইয়া) ইচ্ছা করলে তা অস্বীকার করতে পারতুম—ইচ্ছা করলে সব কিছু অস্বীকার করতে পারতুম ! কিন্তু আমার নাম সত্যি বনমালী। বরাবর বনমালীই ছিল।

কিঙ্কিণী। (সমুজ্জ্বলার প্রতি) আমাদের উভয়কে ভীষণ প্রতারণা করা হয়েছে !

সমু। হায়—বেচারি বোন্ কিঙ্কিণী !

কিঙ্কিণী। হায়—প্রতারিতা সমুজ্জ্বলা দিদি আমার !

সমু। (ধীরে এবং গম্ভীর ভাবে) তুমি আমাকে বরাবর দিদি

ডাক্‌বে, কেমন ?—(উভয়ের আলিঙ্গন—বনমালী এবং অতুল গোংরাইয়া এদিক ওদিক পায়চারি করিতে লাগিল)

কিঙ্কিণী। (একটু হাসিখুসি ভাবে) আমার অভিভাবককে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার আমি অনুমতি চাচ্ছি।

(অতুল এবং বনমালী কাছে আসিল)

সমু। চমৎকার খেলেছে মাথায় ! দাস মশায়, আপনাকেও একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবার আমি অনুমতি চাচ্ছি। আপনার ভাই বনানী কোথায় ? আমাদের উভয়েরই আপনার ভাই বনানীর সঙ্গে বিয়ের কথা ঠিক হয়েছে; কাজেই বর্ত্তমানে আপনার ভাই বনানীটি কোথায় জানাটা আমাদের কাছে একটু বিশেষ প্রয়োজনীয়ই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

বন। (ধীরে এবং সঙ্কুচিত ভাবে) সমুজ্জ্বলা—কিঙ্কিণী ! (নিকটে গিয়া) সত্য বল্‌তে বাধ্য হওয়াটা একটু কষ্টকর। জীবনে প্রথম এই মুস্কিলের অবস্থায় পড়িছি, কাজেই এ ধরণের অভিজ্ঞতা আমার মোটেই হয়নি। যা হোক, আমি এখন সরল ভাবেই বল্‌ব যে বনানী নামে আমার কোনো ভাই নেই। ভাই আমার মোটেই নেই—কখনো ছিলনা, আর কখনো হোক্ সেই ইচ্ছাও আমি মোটেই রাখিনা।

(অতুল চেয়ারে বসিয়া ছিল—এখন ঘুরিয়া বসিল)

কিঙ্কিণী। (বিস্মিত) মোটেই ভাই নেই ?

বন। (উৎসাহিত ভাবে) নেই !

সমু। (কঠিন ভাবে তার নিকটে গিয়া) কোনো রকম ভাই কি কোনো সময় ছিল আপনার ?

বন। কখনো নয়। কোনো রকমই নয়। (সরিয়া গিয়া অতুলের নিকট বসিল)

সমু। কিঙ্কিণী, তাহ'লে এ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কারু সঙ্গে বিয়ের কোনো কথাই কখনো হয় নাই। (কিঙ্কিণীর কাছে সরিয়া গেল)

কিঙ্কিণী। বিবাহযোগ্যা মেয়ের পক্ষে হঠাৎ এই অবস্থায় পড়াটা খুব সুখের নয়—কেমন, সুখের কি ?

সমু। চল, আমরা বাড়ীর ভেতরে যাই ! (কিঙ্কিণীকে ধরিয়া অগ্রসর) ওরা আমাদের পেছন পেছন ওখানে যেতে আর সাহস পাবে না।

কিঙ্কিণী। না, পুরুষগুলো ভারি ভীরু—কেমন, না ?

(ঘৃণাব্যঞ্জক দৃষ্টি চোখে ফুটাইয়া উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

বন। (বনমালী অতুলকে লাথি মারিল ; অতুল প্রতিদান দিল) এই রকম করাটাকেই তুমি রমাপদগিরি বল, না ?

অতুল। হাঁ, খুব আশ্চর্য্য রমাপদী ! এই রকম রমাপদী অবস্থায় জীবনে কখনো পড়া যায়নি !

বন। দেখ, তোমার এখানে রমাপদগিরি চালানোর কোনো অধিকার নেই।

অতুল। বাজে কথা—যেখানে খুসি রমাপদগিরি চালানো যায়।

বন। প্রকৃত রমাপদীরা—হুঁ! (উঠিয়া রাগে গড় গড় করিয়া এদিক ওদিক পায়চারি) (নিকটে আসিয়া) তবে শোন, এই বিশ্রী ব্যাপারে আমার একমাত্র সান্ত্বনার কারণ এইটুকু যে তোমার বন্ধু রমাপদটি এবার একেবারে বিনষ্ট হলো! আর তুমি যখন খুসি পাড়াগাঁয়ে দৌড়াতে পারবে না। সে ভালোই হয়েছে! (বনমালী দূরে সরিয়া গেল)

অতুল। তোমার ভাইটিরও আর পূর্ব্ব অবস্থা রইলো না। কেমন—না, বনমালী? যখন ইচ্ছা আর সে কলিকাতার অরণ্যে গিয়ে গালুকি দেবে, সেটি আর হ'য়ে উঠ্‌ছে না—সেটি মন্দ হয়নি!

বন। কিঙ্কিণী সম্বন্ধে তোমার আচরণের কথা বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় যে তুমি একটি সরল, সুন্দর, নিরীহ মেয়েকে প্রতারণা ক'রে যে কাজ করেছ, তা ক্ষমারও অযোগ্য! আমি তার অভিভাবক সেকথা নাই আন্‌লুম।

অতুল। সমুজ্জ্বলা সম্বন্ধে তোমার আচরণের কথা বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয় যে তুমি একটি বুদ্ধিমতী, সুচতুরা, সুশিক্ষিতা মেয়েকে প্রতারণা ক'রে যে কাজ করেছ, তার কোনো জবাব নেই। সে আমার মাসীমার ভ্রাতুষ্পুত্রী সে কথা নাই বল্লুম। (বসিল)

বন। আমি সমুজ্জ্বলার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলুম— আর তো কিছু নয়! আমি তাকে ভালোবাসি।

অতুল। আমি তো শুধু কিঙ্কিণীকে বিয়েই করতে চেয়েছিলুম, তার বেশী কিছু নয়! তাকে আমি ভালোবাসি।

বন। কিঙ্কিণীকে তোমার বিয়ে করবার কেনো সম্ভাবনা নেই। (বসিল)

অতুল। বনমালী, তুমিও যে সমুজ্জ্বলাকে কখনো বিয়ে কর্ত্তে পারবে, তারও কোনো সম্ভাবনা নেই (টেবিলের কাছে বসিয়া কেইক খাইতে লাগিল)

বন। এমন বিপদে পড়া গেছে—তুমি ব'সে ব'সে শান্ত ভাবে যে কি ক'রে কেইক খাচ্ছ তাই ভাব্‌ছি! হৃদয় ব'লে কোনো পদার্থই নেই তোমার!

অতুল। দেখ, খাওয়াটা কখনো উত্তেজিত অবস্থায় স্বাস্থ্যের অনুকুল নয়।

বন। বর্ত্তমান অবস্থায় খাওয়াটা হৃদয়-হীনতারই পরিচায়ক!

অতুল। আমি যখন বিপদে পড়ি, তখন খাওয়াই একমাত্র জিনীষ—যা নাকি আমাকে সান্ত্বনা দেয়। বাস্তবিক আমাকে যে জানে, সে হলফ্‌ ক'রে বল্‌তে পারবে যে সেই অবস্থায় খাদ্য এবং পানীয় ছাড়া আর সমস্তই আমি প্রত্যাখ্যান ক'রে থাকি। বর্ত্তমানে আমি অশান্তিতে পড়িছি ব'লেই খাওয়া সুরু করিছি।

আর তা ছাড়া কেইক জিনীষটা আমি একটু পছন্দও করি বেশী। (কেইক খাইতে লাগিল)

বন। (উঠিয়া) কিন্তু সে জন্যে এমন রাক্ষসের মতন কেউ খায় না! (অতুলের নিকট হইতে প্লেট ছিনাইয়া লইল)

অতুল। (রুটির প্লেট্ লইয়া বনমালীকে দিয়া) তুমি বরং রুটি নাও—রুটিটা আমি পছন্দ করিনা।

বন। বটে! আমার নিজের বাড়ীতে নিজের কেইক্ খাবার অধিকারও কি আমার নাই ?

অতুল। কিন্তু তুমি তো এখনি বলেছ কেইক খাওয়াটা হৃদয়-হীনের কাজ।

বন। আমি বলিছি এই অবস্থায় কেইক্ খাওয়া হৃদয়-হীনের কাজ। সে সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা।

অতুল। তা হ'তে পারে। কিন্তু কেইক তো আরো রয়েছে। (তাহারা প্লেইট পরিবর্ত্তন করিয়া লইল)

বন। দেখ অতুল, তুমি এখন চ'লে যাও, সেই আমার ইচ্ছা।

অতুল। তা পারব না। আমি ধনঞ্জয় বাবুর নিকট ঠিক ক'রে এসেছি সাড়ে পাঁচটায় তাঁর ভাইয়ের কাছে যাব; নাম পরিবর্ত্তন ক'রে 'বনানী' করবার জন্যে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত পাঠাতে হবে। (উঠিয়া সোফায় বসিল)

বন। দেখ, বাজে ব'কো না। আমি আজ সকালে ধনঞ্জয়

বাবুর সঙ্গে ঠিক করিছি তাঁর ভাইয়ের কাছে সাড়ে পাঁচটায় যাব—আর 'বনানী' নাম গ্রহণ করা আমার পক্ষেই স্বাভাবিক। সমুজ্জ্বলারও তাই পছন্দমত হবে। দু'জনের নাম 'বনানী' হ'তে পারে না—সে অসম্ভব। আর তা ছাড়া, নাম পরিবর্ত্তন যদি করতেই হয় তো সে আমারই—কারণ আমার নাম কে রেখেছিল তার ঠিক নেই—পিতা মাতা রাখেনি—এখন আমার খুসিমত তার পরিবর্ত্তন করাটা অস্বাভাবিক নয়। তোমার আলাদা কথা। তোমার পিতামাতাই তোমার নাম রেখেছেন।

অতুল। হাঁ—তবে এতদিন একনামে চলার মধ্যে কোনো সুখ নেই। পরিবর্ত্তনটা সকলেই চায়—বিশেষ, ভালোর দিকে।

বন। সে কথা বল্লে চল্‌বে কেন?

অতুল। কিন্তু ভেবে দেখ তোমার এখন এসব খেয়ালের সময় নয়—জানো তো তোমার একটি পরমাত্মীয় ইদানীং পশ্চিমে হঠাৎ ডবল নিউমোনিয়া হ'য়ে মারা গেছে—তোমার শোকের সময়। (বনমালী কেইক খাইতেছে) একি! আবার যে কেইক ধরলে—না, সে হচ্ছে না। (লইয়া গেল) আমি তো তোমায় বলিছি যে কেইকটা আমার মুখে যেমন ভাল লাগে এমন আর কারু মুখে লাগ্‌তে পারে না।

বন। অতুল, তোমাকে আমি বারবার যেতে বলিছি। আমি তোমাকে এখানে চাই না। কেন যাচ্ছনা তুমি ?

অতুল। (বসিল) আমার.চা টা তো এখনো শেষ করিনি। (অতুল বনমালীর পেয়ালা লইয়া খাইতে লাগিল)

বন। তুমি যে আমার চা খাচ্ছ ?

অতুল। চা তোমার নয়—তুমি আমার কেইক খেয়ে ফেল্‌ছ—

বন। এ তোমার কেইক্ নয়—চল—চল, আর ন্যাকামো কর্ত্তে হবে না।

অতুল। তা যাচ্ছি—কিন্তু কেইক ছেড়ে যাওয়া হবে না— (পকেটে কেইক্ ভরিতে লাগিল)

বন। ওকি কচ্ছ—পকেটে কেইক ভর্‌ছ কেন ? এ আবার কোন্ কায়দা ?

অতুল। আজকালের গার্ডেন পার্টিতে গিয়ে এই বিদ্যাটি শিখেছি—সেখানে এ আদব কায়দার যথেষ্ট অনুশীলন হয় !

(খাইতে খাইতে ও পকেট ভর্ত্তি করিয়া অতুলের ও তৎপশ্চাতে বনমালীর প্রস্থান।)

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বিজন কুটীর।

(জানালার কাছে সমুজ্জ্বলা ও কিঙ্কিণী)।

সমু। তারা যে আমাদের পেছন পেছন বাড়ীর ভেতর এসে ঢুকেনি তা'তে বোঝা যাচ্ছে লজ্জা ব'লে একটা জিনীষ তাদের আছে। এই অবস্থার অন্য হ'লে এসে ঢুকে পড়্‌তো।

কিঙ্কিণী। তারা কেইক্‌ খাচ্ছে—তাতে মনে হচ্ছে তাদের অনুতাপ হয়েছে!

সমু। তারা আমাদের দিকে চেয়ে আছে—কি নির্লজ্জতা!

কিঙ্কিণী। ঐ তারা আস্‌ছে; মোটেই ভীরু নয় ওরা।

(বনমালী জানালা অতিক্রম করিয়া গেল; পিছনে অতুল।)

সমু। চল আমরা সুগম্ভীর মৌন অবলম্বন ক'রে থাকি।

কিঙ্কিণী। নিশ্চয়—এখন তা ছাড়া আর কি করা যাবে!

(উভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল)

(শিষ্‌ দিতে দিতে বনমালী ও অতুলের প্রবেশ।)

সমু। এই সুগম্ভীর মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে যেন ভাল কাজ হচ্ছে না। (বনমালী ও অতুল সরিয়া আসিল।)

কিঙ্কিণী। ভারি বিশ্রী!

সমু। কিন্তু আমরা আগে কথা বল্‌ব না

কিঙ্কিণী। নিশ্চয় নয়।

সমু। (নিকটে গিয়া) দাস মশায়! বিশেষ একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস্ করবার আছে। আপনার জবাবের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে।

কিঙ্কিণী। (অতুলের কাছে গিয়া) বসু মশায়, অনুগ্রহ ক'রে আমার প্রশ্নটির উত্তর দেবেন—আপনি আমার অভিভাবকের ভাই ব'লে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলেন কেন?

অতুল। আপনার সঙ্গে দেখা করবার সুযোগ পাবার জন্যে।

কিঙ্কিণী। (সমুজ্জ্বলার কাছে গিয়া) জবাবটা সন্তোষজনকই মনে হচ্ছে—নয় কি?

সমু। (বনমালীর কাছে গিয়া) দাস মশায়, আপনার এক ভাই আছে ব'লে ভাণ করার কি উত্তর দেবার আছে আপনার? সহরে এসে আমাকে ঘন ঘন দেখ্‌বার সুযোগ পাওয়ার জন্যেই কি আপনার এই মিথ্যার সৃষ্টি?

বন। নিশ্চয়! আপনি ঠিক বলেছেন!

সমু। জবাবটা সন্তোষজনকই মনে হচ্ছে—নয় কি?—(কিঙ্কিণীর কাছে যাইয়া) চল আমরা এই কৌচে বসি—দেখি ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়। (দুজনেরই কৌচে উপবেশন)

("আজ বিকেলেই নাম পরিবর্ত্তনের দরখাস্ত দেব" এই বলা পর্য্যন্ত বনমালী এবং অতুল

দু'জনেই ঠিক একরকম ভঙ্গী এবং নড়াচড়া করিয়া কাজ করিতে লাগিল। প্রথম তারা সোফার সম্মুখে গেল, পরে হাত জোড় করিল, তারপর ছাদের দিকে চোখ তুলিল, তারপর হাটু গাড়িয়া আবার সোফার নিকট বসিল, দুই হাত বুকে দিল, দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল, রুমাল দিয়া চোখ পুছিল—তারপয়ে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া রাহল।)

সমু। (কিঙ্কিণীর কাছে গিয়া) তাদের জবাব সম্পূর্ণ সন্তোষজনকই হয়েছে মনে হয়—তাদেরে ক্ষমা করা উচিত মনে কর ?

কিঙ্কিণী }
সমু } (একত্রে) হাঁ—না, আমি বল্‌তে চাচ্ছিলুম, না।

সমু। ঠিক ! আমি ভু'লেই গেছিলুম ! এর ভিতর তো—principleএর কথা রয়েছে—সে তো ছাড়া যায় না ! আমাদের মধ্যে কে ওদেরে বল্‌বে ? কাজটা প্রীতিকর নয়।

কিঙ্কিণী। দু'জনেই একসঙ্গে বল্লে হয় না ?

সমু। বেশ, বেশ, তাই হবে ! ঠিক একসঙ্গে আরম্ভ করতে হবে। আগে পাছে না হয়।

কিঙ্কিণী। হাঁ !—এক, দুই, তিন—(উভয়ে উভয়ের প্রিয়পাত্রের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল)

সমু } (একত্রে) আপনাদের নামইতো বিয়ের বাধা হ'য়ে
কিঙ্কিণী } আছে ! আর কোন প্রতিবন্ধক নেই।

(উভয়ে সরিয়া গেল)

অতুল। চল একসঙ্গে উত্তর দিই—ঠিক একসঙ্গে হওয়া চাই— এক—দুই—তিন–(দু'জনেই তন্মুহূর্ত্তেই দু'জনের প্রিয়পাত্রীর সম্মুখে গিয়া হাজির হইল)

বন } (একত্রে) আমাদের নাম! আর কোন বাধা নেই
অতুল } তো? আমরা আজ বিকেলেই নাম পরিবর্ত্তনের দরখাস্ত দেব!

সমু। (বনমালীর প্রতি) আমার জন্যে এই ভয়ঙ্কর কাজ করতে আপনি প্রস্তুত আছেন?

বন। নিশ্চয়!

কিঙ্কিণী। (অতুলের প্রতি) আমাকে খুসি করবার জন্যে এই ভীষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে আপনি প্রস্তুত?

অতুল। নিশ্চয়!

সমু। স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা কি বোকামি! আত্মোৎসর্গের কথা যখন উপস্থিত হয়, তখন পুরুষেরা আমাদিগকে কোথায় অতিক্রম ক'রে চলে যায়! (বনমালীর প্রতি) প্রিয়! (হাতে হাত দিল)

অতুল। (কিঙ্কিণীর প্রতি) প্রিয়ে! (হাতে হাত দিল)

(মতির প্রবেশ ; অবস্থা দেখিয়া উঁকি ঝুকি মারিয়া
কয়েকবার জোরে কাসিল)

মতি। ব্রজসুন্দরী ঠাকুরুণ এসেছেন।

বন। এঁ্যা !

(ব্রজসুন্দরীর প্রবেশ। তারা এতক্ষণে ছাড়াছাড়ি
হইল। মতি নিষ্ক্রান্ত।)

ব্রজ। সমুজ্জ্বলা ! এর মানে কি ?

সমু। মানে শুধু এইটুকু, পিসীমা, দাস মশায়ের সঙ্গে আমার কথা পাকা হ'য়ে গেছে—এখন শুধু তোমার অনুমতির অপেক্ষা !

ব্রজ। বোস্ ! (সোফা দেখাইয়া দিয়া বনমালীর দিকে ফিরিল) —বিশ্বাসী দাসীর কাছ থেকে সমুজ্জ্বলার হঠাৎ পলায়নের খবরে চকিত হ'য়ে কোনো রকমে একটা মাল গাড়ীতে চ'ড়ে তবে এর পিছন নিয়েছি। এই মুহূর্ত্ত থেকে আপনার সঙ্গে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী সমুজ্জ্বলার সব রকম সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'লো—দেখা শুনা এবং চিঠিপত্র ব্যবহারও একেবারে নিষিদ্ধ। সব বিষয়ে যেমন, এ বিষয়েও তেম্নি দেখ্‌বেন, আমি ভীষণ কড়া লোক !

বন। আমি সমুজ্জ্বলার সঙ্গে বিয়ের পাকা কথা দিয়েছি !

ব্রজ। আপনার পাকা কথায় তো আর কিছু এসে যাবে না ! চুপ্ ! (ফিরিয়া অতুলের দিকে মুখ করিল) এখন অতুলের কথা—অতুল !

অতুল। কি, মাসীমা ?

ব্রজ। তোমার চিররোগী বন্ধু রমাপদ এই বাড়ীতে থাকে কিনা জিজ্ঞেস্ করতে পারি কি ?

অতুল। না, না! রমাপদ এখানে থাকে না। রমাপদ বর্ত্তমানে অন্য কোথাও আছে। বাস্তবিক, রমাপদ ম'রেই গেছে!

ব্রজ। ম'রে গেছে? কখন্ রমাপদ মর্‌লে? তার মৃত্যুটা অত্যন্ত আকস্মিক হয়েছে বল্‌তে হবে!

অতুল। রমাপদ গেছে—অর্থাৎ—ওঃ,আজ বিকেলে রমাপদকে মেরে ফেলেছি। (ব্রজ সুন্দরীর দৃষ্টি) অর্থাৎ কিনা— আজ বিকেলে রমাপদ মারা গেছে। আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম ডাক্তারেরা দেখ্‌লে রমাপদ আর বাঁচতে পারে না—কাজেই রমাপদ ম'রে গেল। (অতুল কিঙ্কিণীর হাত ধরিল; বনমালী সমুজ্জ্বলার গা ঘেসিয়া দাঁড়াইল)

ব্রজ। বাস্তবিক, তার দেখ্‌ছি ডাক্তারের অভিমতের উপর একান্ত নির্ভর ছিল! যাক্, শুনে খুসি হলুম। অবশেষে রমাপদ যে একটা নির্দ্দিষ্ট কিছু করবার জন্য মনস্থির করেছিল, আর যা করেছিল ডাক্তারের উপদেশ নিয়েই করেছিল। রমাপদ যখন আর নেই আমি এখন জিজ্ঞেস করছি, দাস মশায়, কোনো প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও আমার বোন্‌পোটি ঐ যে একটি মেয়ের হাত ধ'রে আছেন, সেটি কে ?

বন। ঐটি কিঙ্কিণী। আমিই তার অভিভাবক।

অতুল। আমি কিঙ্কিণীকে বিয়ে করতে চাই, মাসীমা।

ব্রজ। কি বল্‌লে ?

কিঙ্কিণী। উনি বল্‌লেন, আমার সঙ্গে ওঁর বিয়ের কথা ঠিক হয়েছে।

ব্রজ। (কাঁপিয়া) উঃ, এ অঞ্চলের আবহাওয়ায় নিশ্চয়ই কিছু মারাত্মক রকম উত্তেজক আছে বোধ হয়, নইলে এখানে বিয়ের প্রস্তাব সমগ্র দেশের তুলনায় এমন বেমালুম বেড়ে উঠ্‌বে কেন! আচ্ছা, কিছু খবর নিয়েই দেখা যাক্ আগে। দাস মশায়, এ কিঙ্কিণীটি কে ?

(বনমালী ভীষণ রাগিয়া উঠিল, কিন্তু নিজকে দমন করিল)

বন। (পরিষ্কার শান্ত সুরে) কিঙ্কিণী, রায় বাহাদুর গঙ্গাধর সিংএর পৌত্রী, বনধর সিংএর প্রপৌত্রী, হলধর সিংএর বৃদ্ধ প্রপৌত্রী—হলধর সিংএর পিতা এ অঞ্চলের জমীদার ছিলেন।

ব্রজ। এ পর্য্যন্ত বেশ সন্তোষজনকই বোধ হচ্ছে।

বন। কবে কোথায় ওর জন্ম, কবে টীকা হয়েছিল, কবে ঘুংড়ী কাসি হয়েছিল, টাইফয়েড হয়েছিল—সে সময় কোন্ কোন ডাক্তার দেখে, ক'জন সাহেব, ক'জন বাঙ্গালী—সব আমার খাতায় লেখা আছে—দরকার হ'লে আপনাকে দেওয়া যাবে।

ব্রজ। আঃ! একেবারে বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ জীবন যে! এতটুকু মেয়ের জীবনে এত ঘটনা! অল্প বয়সে এত অভিজ্ঞতার পক্ষপাতী আমি নই। (সমুজ্জ্বলার প্রতি) সমুজ্জ্বলা, আমাদের যাবার সময় হয়েছে। আর দেরী করলে চল্‌বে না, (উঠিয়া পড়িল) হাঁ! দাস মশায়, কিঙ্কিণীর বর্ত্তমানে সঙ্গতি কিরূপ আছে—সেটা জানাই আমার বেশী দরকার তা'তো বুঝ্‌তেই পারেন।

বন। এই হাজার পনর টাকা ব্যাঙ্কে আছে—আর কিছু নেই। (ব্রজসুন্দরী বসিল) আমি এখন আসি। আপনাকে দেখে ভারি খুসি হয়েছি!

ব্রজ। একটু থামুন, দাস মশায়। হাজার পনের টাকা—ব্যাঙ্কে? এখনই প্রকৃত পক্ষে মেয়ে দেখ্‌লুম—কিঙ্কিণীকে বেশ সুন্দরীই মনে হচ্ছে। (কিঙ্কিণীর প্রতি) এস তো মা এখানে। (কিঙ্কিণী অগ্রসর হইল; বনমালী সোফার পিছনে গেল) তোমার পোষাক এমন সাদাসিধে কেন? আর চুলগুলোও নেহাৎ অযত্নে রেখেছ। কিন্তু এসব আমাদের হাতে পড়্‌লে থাক্‌বে না। এদিকে ফিরো তো মা। (কিঙ্কিণী ফিরিল) অতুল!

অতুল। কি, মাসীমা! (নিকটে গিয়া)

ব্রজ। সমাজের অনেক কাজ হ'তে পারবে একে দিয়ে বোধ হচ্ছে।

অতুল। হাঁ, তাই হবে মনে ক'রেই তো আমি—

ব্রজ। দেখ মা, অতুল তো ঋণে একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছে—যাক্, বিয়ের ব্যাপারে এই সব টাকার অঙ্কের কথা না তোলাই ভালো। আমার যখন বিয়ে হয় তখন এসব কথা আমরা মোটেই আমলে আনিনি। বিয়েটা শীঘ্র শীঘ্র হ'য়ে গেলেই ভালো।

অতুল। হাঁ, আমারো তাই মত।

ব্রজ। সত্যি বল্‌তে গেলে—কথা ঠিক ক'রে অনেকদিন অপেক্ষা ক'রে থাকার আমি পক্ষপাতী নই; তাতে উভয়ের চরিত্রের অনেক খুঁত চোখে প'ড়ে যায়—বিয়ের আগে সেটা হওয়া আমি মঙ্গলকর মনে করি না।

বন। (সোফার পিছন হইতে আসিয়া) আপনাকে একটু বাধা না দিয়ে আমি পারছি না—এই বিয়ের প্রস্তাবের তো মানেই নেই, আমিই হয়েছি কিঙ্কিণীর অভিভাবক—আমার অনুমতি ছাড়া সে বিয়ে করতে পারে না। সেই অনুমতি দিতে আমি সম্পূর্ণ অস্বীকৃত।

ব্রজ। কি কারণে জিজ্ঞেস্ করতে পারি কি?

বন। আপনার বোন্‌পো সম্বন্ধে আপনাকে কিছু বল্‌তে আমার সঙ্কোচ হয়—কিন্তু তার চরিত্র প্রশংসনীয় ব'লে আমার মনে হয় না।

(অতুল এবং কিঙ্কিণী তার দিকে বিস্মিত হইয়া চাহিল)

ব্রজ। প্রশংসনীয় নয়! আমার বোন্‌পো অতুল! অসম্ভব! বিদ্যায় এবং চরিত্রে কালেজের বিশেষ প্রশংসা নিয়েই যে সে এম্, এ, পাশ ক'রে বেরিয়েছে!

বন। সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই অবিশ্যি। কিন্তু চরিত্র বিষয়ে একটু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে আজ্‌কেই আমার অনুপস্থিতির সুযোগে আমার ভাই ব'লে পরিচয় দিয়ে আজ সে আমার বাড়ীতে ঢুকেছে। একটা ছদ্মনাম নিয়ে আমার সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধানে রক্ষিত এই কিঙ্কিণীর মন সে কোনো রকমে অধিকার ক'রে বসেছে! তারপরে সে বিনানুমতিতেই চা খেয়েছে এবং অভদ্রের মত সমস্ত কেইক নিঃশেষ করেছে! তার আচরণ শত গুণে অন্যায় হয়েছে আরও এই কারণে যে সে পূর্ব্ব থেকেই জান্‌তো আমার কোনো ভাই নেই, কোনোদিন ছিল না কিম্বা কখন হবার সম্ভাবনা নেই। কাল আমি তাকে স্পষ্টই সে কথা জানিয়েছি।

ব্রজ। দাস মশায়, অনেক চিন্তার পর আপনার প্রতি আমার বোন্‌পোর আচরণের বিষয় আমি দৃক্‌পাত করব না ঠিক করিছি। কারণ আপনি জানেন এ জগতে চিরকাল একটা অনুল্লঙ্ঘনীয় আইন চ'লে আস্‌ছে,—সেটা হচ্ছে **necessity knows no**

law (কিঙ্কিণীর প্রতি) এস তো মা এখানে, (কিঙ্কিণী গেল) তোমার বয়স কত মা ?

কিঙ্কিণী। এই চৌদ্দ, পনর, ষোল—এরকম হবে।

ব্রজ। (চিন্তার ভাবে) আঠারো হ'তে তোমার আর বেশী দেরী নেই—তখন তুমি অভিভাবকের অধীনতা হ'তে মুক্ত হবে।

বন। আমি আবার বাধা না দিয়ে পারছি না—ক্ষমা করবেন, তার পিতামহের উইল অনুসারে আইনমত সে পঁয়ত্রিশ বৎসরের আগে সাবালিকা হবে না।

ব্রজ। সেটা খুব আপত্তিজনক ব'লে মনে হয় না। পঁয়ত্রিশ বৎসরটা তো চমৎকার বয়স। সেই বয়সে বিয়ে হ'লে সমাজে অনেক কল্যাণ হয়।

কিঙ্কিণী। (অতুলের কাছে গিয়া) আমার পঁয়ত্রিশ বৎসর হওয়া পর্য্যন্ত কি আপনি অপেক্ষা করতে পারবেন ?

অতুল। তা পারব বৈ কি, কিঙ্কিণী। তুমি জানো আমি পারব।

কিঙ্কিণী। হাঁ, আমি তা মনে মনেই অনুভব করিছি, কিন্তু আমি এতদিন অপেক্ষা করতে পারব না।

অতুল। তাহ'লে কি করা যায়, কিঙ্কিণী ?

কিঙ্কিণী। জানি না। (কিঙ্কিণী টেবিলের পাশে গেল ; অতুল গেল বনমালীর কাছে)

ব্রজ। দাস মশায়, কিঙ্কিণী যখন স্পষ্ট বল্‌ছে যে সে পঁয়ত্রিশ

বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবে না, তার এরকম বলার মধ্যে একটি অধীর প্রকৃতিরই সন্ধান পাচ্ছি। যখন সে একথা বলেছে, তখন আপনাকে আবার একটু ভাব্‌তে অনুরোধ কচ্ছি।

বন। বিষয়টা আপনার হাতেই সম্পূর্ণ আছে। যে মুহূর্ত্তে সমুজ্জ্বলার সঙ্গে আমার বিয়ের মত দেবেন, সেই মুহূর্ত্তেই আমি খুসি হ'য়ে আপনার বোন্‌পোর সঙ্গে কিঙ্কিণীর বিয়ের মত দেব।

ব্রজ। (উঠিয়া) দাস মশায়, আপনি জানেন তা অসম্ভব!

বন। তাহ'লে আপনিও জেনে রাখুন কিঙ্কিণীর বিয়েতে মত দেওয়াও আমার পক্ষে অসম্ভব। (বনমালী এবং অতুল পায়চারি করিতে লাগিল) (অতুলের প্রতি) তা'হলে আমাদের দুজনেরই কপালে আছে ভবিষ্যতের জন্যে সীমাহীন মরুভূমির মত এক দুস্তর অবিবাহিত জীবন!

(চেয়ারের পিছনে কিঙ্কিণীর নিকট গিয়া দাঁড়াইল।)

ব্রজ। সমুজ্জ্বলার ভবিষ্যৎটিকে অন্য রকম চেহারা দেবারই আমি মনে রাখি। অতুল অবশ্যি নিজের যা খুসি করতে পারে। (সমুজ্জ্বলার প্রতি) এস তো! (সমুজ্জ্বলা উঠিল) আমাদের এখন যেতে হবে।

(ধনঞ্জয়ের প্রবেশ)

ধন। আমার ভাই অপেক্ষা ক'রে আছে।

ব্রজ। কার জন্যে ?

ধন। এই দুটি ভদ্রলোকই আমার ভাইকে দিয়ে নাম পরিবর্ত্তনের দরখাস্ত দেবেন ঠিক করেছেন।

ব্রজ। নাম পরিবর্ত্তন ? কেন ? অদ্ভুত! অতুল, আমি তোকে নিষেধ কচ্ছি; আর তোর মেশোমশায়ও শুন্‌লে ভারি রাগ করবেন ব'লে দিচ্ছি।

ধন। তাহ'লে কি আপনারা যাচ্ছেন না ?

বন। ধনঞ্জয় বাবু, ব্যাপার এখন যে রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে যে আমাদের কারুই নাম পরিবর্ত্তনের দরকার এবং উপকারিতা আছে তা বোধ হয় না।

ধন। যাই, বলি গিয়ে। আবার সরোজিনী ঠাকুরুণ আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে আছেন।

ব্রজ। (চমকিয়া উঠিয়া) সরোজিনী! আপনি কি 'সরোজিনী' বল্লেন ?

(বনমালী সমুজ্জ্বলার পাশে এবং অতুল কিঙ্কিণীর পাশে গিয়া দাঁড়াইল)

ধন। হাঁ, তাঁর কাছেই যাচ্ছি আমি।

ব্রজ। (উদ্বিগ্ন ভাবে) আপনাকে একটু আট্‌কিয়ে রাখ্‌ছি, ক্ষমা করবেন। এই ব্যাপারটা আমার স্বামী এবং আমার কাছে খুব প্রয়োজনীয় ব'লেই প্রকাশ পেতে পারে। এই সরোজিনীটি কি বদ্ চেহারার একটি মেয়েলোক—লেখাপড়া কিছু জানে ব'লে অভিমান আছে ?

ধন। (রাগিয়া) ওঁর মত শিক্ষিতা ভদ্র মেয়েলোক আমি বড় একটা দেখিনি !

ব্রজ। (চিন্তিতভাবে) পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, সেই হবে। আপনার গৃহস্থালীতে কোন্ পদে তিনি আছেন জিজ্ঞেস করতে পারি কি।

ধনঞ্জয়। (কঠিনভাবে) আমি অবিবাহিত। কাজেই গৃহস্থালী ব'লে আমার কিছু নেই। (সরিয়া দাঁড়াইল)

বন। (বাধা দিয়া) সরোজিনী নামে একটি মহিলা গত তিন বৎসর যাবৎ কিঙ্কিণীর শিক্ষয়িত্রী এবং সঙ্গিনী রূপে এখানে আছেন।

ব্রজ। এই সরোজিনীটিকে আমার এক্ষুণি দেখ্তে হবে। তাকে ডেকে পাঠান্ তো।

ধন। (বাহিরে চাহিয়া) উনি আস্ছেন—নিকটেই।

(দ্রুত সরোজিনীর প্রবেশ)

সরো। (ধনঞ্জয়ের প্রতি) শুন্লুম আপনি আমার জন্যে এখানে অপেক্ষা কর্ছেন—আমি আপনার জন্যে পৌণে দুই ঘণ্টা ধ'রে ওঘরে ছিলুম।

(ব্রজসুন্দরী স্থির কঠিন দৃষ্টিতে সরোজিনীকে দেখিতেছিল, সরোজিনী হঠাৎ ব্রজকে দেখিয়া কাঁপিয়া উঠিল, তার মুখ ফ্যাকাশে হইল—সে পলাইবার চেষ্টা করিল।)

ব্রজ। (কঠিন বিচারের কণ্ঠে) সরোজিনী !

সরো। (লজ্জায় মাথা নোয়াইয়া) ব্রজ ঠাকুরুণ !

ব্রজ। এখানে এস, সরোজিনী! (সরোজিনী বিনীত ভাবে অগ্রসর হইল) সরোজিনী! সেই শিশুটি কোথায়? (সকলের বিস্ময় ও ভয়; ধনঞ্জয় সচকিত হইয়া কয়েক পা পিছাইয়া গেল; অতুল এবং বনমালী দু'জনেই কিঙ্কিণী ও সমুজ্জ্বলাকে যেন এক কেলেঙ্কারীর কথা শুনা হইতে রক্ষা করিতে উদ্বিগ্ন হইল—সরোজিনী কোনো জবাব দিল না)—পঁচিশ বৎসর আগে, সরোজিনী, তুমি আমার বাড়ী থেকে পালিয়েছ—বড়বাজারে তখন আমরা ছিলুম—একটি শিশু ছেলেকে ঠেলাগাড়ীতে ক'রে তুমি রাস্তায় বেরিয়েছিলে, আর ফেরনি—কয়েক সপ্তাহ পরে পুলিশের তদন্তে মির্জ্জাপুর পার্কের এক কোণে ঠেলা গাড়ীটি পাওয়া যায়। তার মধ্যে এক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি ছিল—তার মধ্যে নানা রকম সব অদ্ভুত কথা ছিল! (সরোজিনী অনিচ্ছাকৃত ক্রোধে দীপ্ত হইয়া উঠিল) কিন্তু শিশু তাতে ছিল না। সরোজিনী, সে শিশু কোথায়? (সকলে সরোজিনীর দিকে চাহিল)

সরো। আমি যথেষ্ট লজ্জিত ও অনুতপ্ত আছি, কিন্তু বাস্তবিক আমি তা জানি না—জান্‌লে ছিল ভালো। ঘটনা যা হয়েছিল তা এই—আপনি যে দিনের কথা বল্লেন, সেই দিন সকালে—এখনো সে দিনের কথা

আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে—আমি প্রতিদিনের মত ঠেলা গাড়ীতে শিশুকে নিয়ে বেরলুম। সে দিন বেড়াতে বেড়াতে আমি হাওড়া ষ্টেশনের দিকে গেলুম; ষ্টেশনে যেয়ে আমার একটি বহু পূর্ব্ব পরিচিতার সঙ্গে দেখা হ'ল—তিনি পশ্চিমে যাচ্ছেন বেড়াতে। তার সঙ্গে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হ'য়ে, ঠেলা গাড়ীটি সেইখানে রেখে, তিনি যে গাড়ীতে উঠ্‌বেন সেই গাড়ীর দিকে চ'লে গেলুম —গাড়ী ছাড়লো পরে ফিরে এসে দেখি আমার সে ঠেলা গাড়ীটি সেখানে নেই, শিশুও নেই—আমি পাগলের মত খুঁজতে লাগ্‌লুম, কোথাও পেলুম না— অনেক খুঁজলুম, কোথাও পেলুম না—ভয়ে, লজ্জায়, কাউকে কিছু বল্‌তেও পাল্লুম না, তারপরে আর বাড়ী ফিরলুমনা—কল্‌কাতা ছেড়ে পালালুম। আমার ডায়েরীটিও ঐ ঠেলা গাড়ীতে ছিল, সেটা প্রায় উপন্যাসের আকারই ধরেছিল—এক মুহূর্ত্তের আত্মবিস্মৃতিতে এমনটা ঘট্‌লো—যার জন্যে আমিই আমার নিজকে ক্ষমা কর্ত্তে পারি না।

বন। (এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে সব শুনিতেছিল) থামুন, যে ঠেলা গাড়ীতে আমাকে পাওয়া গেছিল, সে গাড়ীতে একখানা হাতের লেখা বইও পাওয়া গেছিল— সেখানি আমার নিকটেই আছে, এই আমি এখনই

নিয়ে আস্‌ছি—দেখ্‌বেন তো ওটা আপনারই লেখা কিনা। (প্রস্থান)

ব্রজ। এতক্ষণে সব পরিষ্কার বোঝা যাবে মনে হচ্ছে—

(বনমালীর প্রবেশ)

বন। (সরোজিনীর প্রতি) এই যে সেই বই—দেখুন তো এটা আপনারই কিনা ?

সরো। (থামিয়া) হাঁ—এটা আমারই হস্তলিখিত ডায়েরী বটে, তাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। আপনি বাস্তবিক কে ঐ মহিলাটি তা' বল্‌তে পারবেন।

(পিছাইয়া ধনঞ্জয়ের কাছে গেল এবং তার সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল)

বন। (একটু পরে ব্রজসুন্দরীর প্রতি) মাসীমা, তাহ'লে আপনি আমার সবিশেষ পরিচয় নিশ্চয় জানেন। আমি কে অনুগ্রহ ক'রে কি জানাবেন ?

ব্রজ। তা'হলে সেটা এখন খু'লে বলি—(উঠিয়া) তুমি আমার সই অলকা বসুর ছেলে। তোমার বাপ মারা যাওয়ার পরে তোমার মা আমার এখানেই আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বন। এতদিনে সব খট্‌কা ভাঙ্গ্‌ল ! তা'হলে জাতি, কুল কিংবা সামাজিক পদমর্য্যাদায় আমি সমুজ্জ্বলার অনুপযুক্ত নই ?

ব্রজ। না, এখন তো তা মনে হয় না !

সমু। (বনমালীর প্রতি) তোমার কি নাম ছিল আগে ?

বন। আরে যা! ভুলেই গেছিলুম। মাসীমা, আমার হারিয়ে যাবার আগে আমার একটা নাম তো ছিল।

ব্রজ। নিশ্চয়, আদরের দুলাল ছিলি তুই !

বন। তাহ'লে নামও একটা ছিল! সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কি নাম ছিল মাসীমা? বোধ হয় বনানীই ছিল? কেমন, না? (খুব মিনতির দৃষ্টিতে ব্রজসুন্দরীর দিকে চাহিল।)

ব্রজ। (থামিয়া) হাঁ—মনে হচ্ছে যেন বনানীই ছিল।

সমু। বনানী! আমি প্রথম থেকেই মনে মনে জেনেছি বনানী ছাড়া তোমার আর কোনো নাম হ'তেই পারে না!

বন। এই বারে মেরে দিয়েছি কেল্লা—আর চল্‌বে না কোন হল্লা—এস বুকে আমার সমুজ্জ্বলা! যাও অতুল—এখন আমি পরম হর্ষচিত্তে কিঙ্কিণীর সহিত তোমার বিয়ে অনুমোদন কচ্ছি—তবে তোমার নামের জন্য যদি সে পিছপাও হয়, তবে সেটা অবিশ্যি আমার দোষ নয়!

অতুল। (ব্রজসুন্দরীর প্রতি) মাসীমা,—তাহ'লে আমারই কি এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে! তুমি এর কোনই প্রতি-বিধান করবে না? তুমি তো বনমালী বাবুর একটা হিল্লে ক'রে দিলে—আর আমিই বুঝি প'ড়ে থাক্‌ব?

ব্রজ। আচ্ছা, তাই হবে! তোর তো একমাত্র নামের জন্যই ঠেকা—যা—আজ থেকে তোর এই মাসী তোর আদরের নাম দিল "বনানী"।

অতুল। বাহোবা! তাহ'লে এইবারে পেলুম আমার "কিঙ্কিণী।" (কিঙ্কিণীর হাতে হাত দিল)

বন। যাক্, আজ থেকে আমি হলুম বনানী নং one, আর তুমি হ'লে বনানী নং two

ব্রজ। হাঁ; একটা মার্কা থাক্‌লে ভালোই হয়—না হ'লে হ'তে পারে ভুল!

(বনমালী ও সমুজ্জ্বলা এক দিকে, অন্য দিকে অতুল ও কিঙ্কিণী, মাঝে ব্রজসুন্দরী—মৃদু হাসিতে লাগিল।)

(বনমালী ও অতুল এক সঙ্গে—সমুজ্জ্বলা ও কিঙ্কিণী এক সঙ্গে)

'ডুয়েট গান'

পুরুষ। পাষাণের কোলে ঘুমায় নিঝর
স্বপনে দেখে সে কাহার মুখ!

স্ত্রী। কার প্রেমে বল খোলে তার আঁখি,
ফুলে উঠে তার উন্মেষ বুক?

পু। পাষাণ কারা ভাঙ্গিয়া বলে!

স্ত্রী। উপল-নিগড় খুলিয়া ছলে!

পু। ছোটে প্রিয় সনে মিলিতে,

স্ত্রী। হয়না তাহাকে পথ দেখাতে!

পু। আপনার পথ আপনার বলে
নেয় সে যতনে রচিয়ে!

স্ত্রী। জগতে এমন নাইকো বাঁধন,
রাখিবে তাহায় বাঁধিয়ে!

পু। বাঞ্ছিত বুকে সে মিলাইবে বুক!

স্ত্রী। আপনা হারাবে এই তার সুখ!

